॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

—✪—

শ্রীশুক উবাচ ॥

অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্ষভ।
মৃতে ভর্ত্তরি দুঃখার্ত্তে ঈয়তুঃ স্ম পিতুর্গৃহান্ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয়** : হে ভরতর্ষভ (ভরতকুল শ্রেষ্ঠ !) অস্তিঃ প্রাপ্তিঃ চ কংসস্য মহিষৌ ভর্ত্তরী (স্বামিনি কংসে) মৃতে [সতি] দুঃখার্ত্তে স্বপিতুঃ [জরাসন্ধস্য] গৃহান্ ঈয়তুঃ (জগ্মতুঃ)।

১। **মূলানুবাদ** : গোকুল ও পাণ্ডবকুলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উভয়স্থানেই যেতে শ্রীকৃষ্ণ সমর্থ হলেও নরলীল হওয়া হেতু সে বিষয়ে অন্তরায় প্রায় যে মহাযুদ্ধাদি তাই আগে বলে নেওয়া হচ্ছে—

শ্রীশুকদেব বলছেন—হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! অস্তি-প্রাপ্তি নামক কংস-মহিষীদ্বয় স্বামীর মৃত্যুর পর দুঃখার্তা হয়ে পিতা জরাসন্ধের গৃহে গমন করল।

মহাব্ধিমধ্যে পতিতং ব্যাকুলং শরণাগতম্।
চৈতন্যদেব ভগবন্ পারং প্রাপয় সত্বরম্ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** : গোকুলং পাণ্ডবকুলঞ্চ সান্ত্বয়িতুমুভয়ত্র গন্তুমর্হেঽপি শ্রীভগবতি নরলীলত্বাদন্তরায়-প্রায়ং মহাযুদ্ধাদিকং বক্তুমারভতে—অস্তিরিত্যাদিনা। হে ভরতর্ষভেতি খলু ক্ষত্রিয়স্ত্রীণাং স্বভাবস্তয়া জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ। দুঃখেনার্ত্তে ব্যগ্রে, স্বশব্দেন সম্প্রতি পতিগৃহে মমত্বাভাবঃ সূচিতঃ। স্মেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ জী ১ ॥

হে ভগবান্ চৈতন্যদেব ! মহাসমুদ্র মধ্যে পতিত ব্যাকুল শরণাগত আমাকে সত্বর উদ্ধার করুন।

১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** : গোকুল ও পাণ্ডবকুলকে সান্ত্বনা দিতে উভয়স্থানেই

পিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় দুঃখিতে।
বেদয়াঞ্চক্রতুঃ সর্ব্বমাত্মবৈধব্যকারণম্ ॥ ২ ॥
স তদপ্রিয়মাকর্ণ্য শোকামর্ষযুতো নৃপ।
অযাদবীং মহীং কর্ত্তুং চক্রে পরমমুদ্যমম্ ॥ ৩ ॥

২। **অন্বয়** ঃ দুঃখিতে (দুঃখাভিব্যঞ্জক রোদনাদিযুক্তে অস্তিপ্রাপ্তি) পিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় আত্ম- বৈধব্যকারণম্ সর্বং বেদাঞ্চক্রতুঃ (নিবেদয়ামাসতুঃ)।

৩। **অন্বয়** ঃ [হে] নৃপ পরীক্ষিৎ !) স (জরাসন্ধঃ তৎ (পুত্রীভ্যাং নিবেদিতং) অপ্রিয়ং (জামাতৃবধাদি বচনং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) শোকামর্ষযুতঃ (কংসে শোকশ্চ কৃষ্ণে অমর্ষশ্চ শোকামর্ষৌ তাভ্যাং সংযুক্তঃ) মহীং অযাদবীং কর্ত্তুং পরম্ উদ্যমং চক্রে (কৃতবান্)।

২। **মূলানুবাদ** ঃ অস্তি ও প্রাপ্তি পতিশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট নিজেদের বৈধব্যের কারণ নিবেদন করল।

৩। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ ! নৃপতি জরাসন্ধ কন্যাদ্বয়ের মুখে জামাতা কংসের নিধন বৃত্তান্ত শুনে শোকসন্তপ্ত, এবং ইহা কৃষ্ণের কার্য জেনে তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবী যাদব শূন্য করতে অতিশয় উদ্যোগ করল।

যেতে সমর্থ হলেও শ্রীভগবান্ নরলীল হওয়া হেতু সে বিষয়ে অন্তরায়-প্রায় মহাযুদ্ধাদি বলতে আরম্ভ করা হচ্ছে—অস্তিরিত্যাদি শ্লোকে। হে ভরতর্ষভ ! —হে পরীক্ষিৎ, ক্ষত্রিয় স্ত্রীদের স্বভাব তুমি নিশ্চয়ই জান, সম্বোধনের এরূপ ভাব। দুঃখার্ত্তে—দুঃখে ব্যগ্র হয়ে স্বপিতুর্গৃহান্—স্বপিতা জরাসন্ধের গৃহে চলে গেলেন—এখানে 'স্ব' শব্দে সূচিত হচ্ছে, সম্প্রতি পতিগৃহে মমত্ব অভাব। কোথাও পাঠ 'স্ম' স্থানে স্ব ॥ জী০ ১ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ মগধদেশস্য রাজ্ঞ ইতি তাবদ্দূরগমনং বোধয়তি। দুঃখিতে দুঃখাভিব্যঞ্জক-রোদনাদিযুক্তে ॥ জী০ ২ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ মগধরাজায়- মগধদেশের রাজা (আধুনিক দক্ষিণ বিহার প্রদেশ, রাজধানি রাজগির) প্রাচীন গিরিব্রজ। এই বাক্যে— তাবৎ দূরগমন বুঝাচ্ছে। দুঃখিতে—দুঃখাভিব্যঞ্জক রোদনাদিযুক্ত হয়ে ॥ জী০ ২ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ নৃপঃ সর্ব্বনরপতিঃ সম্রাড়িত্যর্থঃ। নৃপেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অযাদবাং ন বিদ্যন্তে যাদবা যস্যাং তাদৃশীম্; 'অযাদবীম্' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ ॥ জী০ ৩ ॥

অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি সংবৃতঃ।
যদূরাজধানীং মথুরাং ন্যরুধৎ সর্ব্বতো দিশম্। ৪॥

৪। **অন্বয়** ঃ বিংশত্যা তিসৃভিঃ চ অপি (ত্রয়োবিংশতিভিঃ) অক্ষৌহিণীভিঃ সংবৃত (পরিবৃতঃ) যদুরাজধানীং মথুরাং সর্বতো দিশং ন্যরুধৎ (রুরোধ)।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ রাজা জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সঙ্গে নিয়ে যদুগণের রাজধানী মথুরাকে নিচ্ছিদ্রকপে অবরোধ করল।

৩। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ [হে] নৃপ—(পরীক্ষিৎ) সর্বনরের প্রতি অর্থাৎ সম্রাট **অযাদবাং**—যাদব থাকে না যথায় তদৃশী করতে উদ্যম করল। অষাদবী পাঠও আছে কোথাও॥ জী॰ ৩॥

৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ অক্ষৌহিণী সংখ্যেয়ম্; 'খবাণাগ্নি-নবব্যোম-চন্দ্র-সংখ্যাঃ পদাতয়ঃ (১০৯৩৫০)। খেন্দু-ষট্-শর-ষট্-সংখ্যা অশ্বাঃ (৬৫৬১০) নাগা রথা অপি। খাদ্রি-নাগেন্দু-দৃক্-সংখ্যা (২১৮৭০) ইত্যেষাক্ষৌহিণী স্মৃতা॥' ইতি; যদুরাজধানীমিতি তস্যা নিরোধস্য চ মহত্ত্বে হেতু'। সর্বদিঙ্ নিরোধে বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে জরাসন্ধোক্তৌ—'সর্বতো নগরী চেয়ং জনৌঘঃ পরিবার্যতাম্। অয়োযন্ত্রাণি যুজ্যন্তাং ক্ষেপণীয়াশ্চ মুদ্গরাঃ। ঊর্দ্ধঞ্চাপি নিবার্য্যন্তাং প্রাসা বৈতোমরাস্তথা।' কিঞ্চ, 'মল্লঃ কলিঙ্গাধিপতিশ্চেকিতানঃ সবাহ্লিকঃ। কাশ্মীররাজ্যে গোনর্দ্দঃ করূষাধিপতিস্তথা। দ্রুমঃ কিংপুরুষশ্চৈব পার্বতীয়ো হ্যনাময়ঃ। নগর্যাঃ পশ্চিমদ্বারং শীঘ্রমারোধয়ন্তিতি। পৌরবো বৈণুদারবঃ বৈদর্ভঃ সোমকস্তথা। রুক্মী চ ভোজাধিপতিঃ সূর্য্যাক্ষশ্চৈব গালবঃ॥ বিন্দানু-বিন্দাবাবন্তৌ দন্তবক্রশ্চ বীর্য্যবান্। ছাগলিঃ পুরুমিত্রশ্চ বিরাটশ্চ মহীপতি॥ কৌশল্যো মালবশ্চৈব শতধন্বা দ্বিদূরথঃ। ভূরিশ্রবাস্ত্রিগর্তশ্চ বাণঃ পঞ্চনদস্তথা॥ উত্তরং নগরদ্বারমেতে দুর্গসহা নৃপাঃ। আরুহ্য চাপি মর্দ্দন্তাং বজ্রপ্রতিমগৌরবাঃ॥ উলূকঃ কৈতবেয়শ্চ বীরশ্চাংশুমতঃ সুতঃ। একলব্যো বৃহৎক্ষত্রঃ ক্ষত্রধর্ম্মা জয়দ্রথঃ॥ উত্তমৌজাশ্চ শল্যশ্চ কৌরবাঃ কেকয়াস্তথা। বৈদেহো বামদেবশ্চ শাকেতশ্চ সিনীপতিঃ॥ পূর্ব্বং নগরনির্ব্যূহমেতেষায়ত্তমস্তু নঃ। অহঞ্চ বরদশ্চৈব চেদিরাজেন সঙ্গতাঃ। দক্ষিণং নগরদ্বারং বারয়িষ্যাম দংশিতাঃ॥' ইতি॥ জী॰ ৪॥

৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী—এক অক্ষৌহিণী—১০৯৩৫০ সংখ্যক পদাতি, ৬৫৬১০ সংখ্যক অশ্ব, ২১৮৭০ সংখ্যক হস্তী ও রথ। **যদুরাজধানীং**—যদুরাজধানী মথুরা তীর্থস্থান বলে মহত্ব বিশিষ্ট তো রয়েছেই—এখন অবরোধের এই আয়োজনের বিশালতাও মহত্বে হেতু হল। সর্বদিক্ অবরোধ বিষয়ে শ্রীহরিবংশে জরাসন্ধ উক্তিতে এরূপ

নিরীক্ষ্য তদ্বলং কৃষ্ণ উদ্বেলমিব সাগরম্।
স্বপুরং তেন সংরুদ্ধং স্বজনঞ্চ ভয়াকুলম্ ॥ ৫ ॥

চিন্তয়ামাস ভগবান্ হরিঃ কারণমানুষঃ।
তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতারপ্রয়োজনম্ ॥ ৬ ॥

৫-৬। অন্বয় ঃ উদ্বেলং (বেলাভূমিমতিক্রান্তং) সাগরং ইব তদ্বলং (জরাসন্ধস্য সৈন্যং), তেন (বলেন) সংরুদ্ধং স্বপুরং [তথা] ভয়াকুলং স্বজনং চ নিরীক্ষ্য হরিঃ কারণ মানুষঃ ভগবান্ কৃষ্ণ তদ্দেশ কালানুগুণং (তদ্দেশ কালানুরূপং) স্বাবতার প্রয়োজনং চিন্তয়ামাস্।

৫-৬। মূলানুবাদ ঃ জরাসন্ধের ঐ উদ্বেল সাগরতুল্য সৈন্যমণ্ডলী কর্তৃক নিজপুরী অবরুদ্ধ ও স্বজনগণকে ভয়াতুর নিরীক্ষণ করত ভূভার হরণার্থ মনুষ্যরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অবতার প্রয়োজন চিন্তা করতে লাগলেন।

আছে, যথা—সৈন্যগণ এই মথুরানগরীকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টন করুক। অয়োযন্ত্র, ক্ষেপনীয়াস্ত্র ও মুদ্গর যথাস্থানে স্থাপন কর। প্রাস ও তোমারাস্ত্র দুর্গের উপরিভাগে রাখ।

আরও বলছি,-মল্ল, কলিঙ্গাধিপতি, চেকিতান (সেনাপতি), বাহ্লিক (কুরুবংশ নৃপতি প্রতিপের পুত্র) কাশ্মীররাজ, গোনর্দ, করূষাধিপতি, দ্রুম, কিম্পুরুষ এবং পার্বতীয় অনাময়- ইহারা নগরীর পশ্চিমদ্বার শীঘ্র রুদ্ধ করুক!

পৌরব বেণুদারিভ্র, বৈধর্ভ সোমক, রুক্মী, ভোজাধিপতি, সূর্যাক্ষ, গালব, অবন্তীদেশাধিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, বীর্যশালী দন্তবক্র, ছাগলি, পুরুমিত্র, বিরাটমহীপতি, কৌশল্য, মালব, শতধন্বা, বিদূরথ, ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত, বাণ এবং পঞ্চনদ—ইহারা গুরুত্বে বজ্রসদৃশ এবং দুর্গসহ, অতএব এরা উত্তরদ্বারে অধিরোহণ করে মর্দানি দেখাতে থাকুন।

কৈকেতয়, উলূক, অংশুমান্-পুত্র বীর, একলব্য, বৃহৎক্ষত্র, ক্ষতধর্মা, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, শাল্ব, কৌরবগণ, কেকয়গণ, বৈদেহ, বামদেব এবং শাকেত দেশবাসী সিনীপতি,—নগরের পূর্বদ্বার এদের করায়ত্ত হোক।

আর আমি, দরদ ও শিশুপাল নৃপতি একত্র হয়ে বর্মিতগাত্রে নগরের দক্ষিণদ্বার অবরোধ করি গিয়ে ॥ জী০ ৪ ॥

১-৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ দশমস্যৈব পূর্ব্বার্দ্ধোঽনুগৃহ্ণাত্মে ধিয়ং যথা। পরার্দ্ধোঽপ্যনুগৃহ্ণাতু তথা শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ০ ॥

পঞ্চাশত্তম ঈশোঽপি বিজিত্যাপি জরাসুতম্। দ্বারকাং স্বজনং নিন্যে তদ্বীত্যাষ্টাদশে মৃধে ॥ বি০ ১-৪ ॥

হনিষ্যামি বলং হ্যেতদ্ভুবি ভারং সমাহিতম্ ।
মাগধেন সমানীতং বশ্যানাং সর্ব্বভূভুজাম্ ॥ ৭ ॥
অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ ।
মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্ত্তা বলোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

৭-৮। **অন্বয়** ঃ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—হি (যতঃ) বশ্যানাং (বশে স্থিতানাং) সর্বেষাভূভুজাং (সর্বেষাং রাজ্ঞাং) ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ) 'ভট' পদাতয়ঃ অশ্বাঃ রথাঃ তুরগাঃ 'কুঞ্জরাঃ' গজাঃ— তৈঃ অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং মগধেন (জরাসন্ধেন) সমানীতং (সমাহৃতানীতং) সমাহিতং (সম্যগর্পিতং) ভুবি ভারং এতৎ বলং (সৈন্যং) হনিষ্যামি, মাগধস্তু ন হন্তব্য [কুতঃ] ভূয়ঃ (পুনঃ) বলোদ্যম্ (সৈন্যার্থং প্রযত্নং কর্তা (করিষ্যতি)

৭-৮। **মূলানুবাদ** ঃ উপর্যুক্ত চিন্তাধারাটি স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে—জরাসন্ধের অধীনস্থ রাজগণের হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিকরূপ অক্ষৌহিণী সমূহের সমাবেশে পৃথিবীতে যে ভার উপস্থিত হয়েছে, আমি অদ্য ঐ ভারস্বরূপ সৈন্যমণ্ডলীকেই বিনষ্ট করব, পরন্তু জরাসন্ধের বিনাশ করব না, কারণ তা হলেই সে পুনরায় সৈন্য সমাবেশের জন্য যত্নপর হবে।

১-৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম। দশমের পূর্বার্ধ-ব্যাখ্যায় আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে যেমন উৎভাসিত করেছিলে, তেমনি কর এই পরার্ধের ব্যাখ্যায়।

এই পঞ্চাশ অধ্যায়ে জরারাক্ষসীর গর্ভজাত জরাসন্ধকে অষ্টাদশ যুদ্ধে জয় করেও সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ কৃষ্ণ হয়েও স্বজনদের দ্বারকায় নিয়ে গেলেন জরাসন্ধের ভয়ে ॥ বি॰ ১-৪ ॥

৫-৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ নিরীক্ষ্যেতি যুগ্মকম্। কারণং সর্ব্বকারণং যত্তত্ত্বং, তদ্রূপ এব মানুষস্তদাকারঃ, ন তু প্রাকৃতরূপ ইতি তল্লীলত্বেঽপি সর্ব্বজ্ঞানাদিশক্তিমত্ত্বং তস্য দেশস্য কালস্য চানুরূপং মহাসৈন্যেন সর্ব্বতঃ শ্রীমধুপুর্য্যা নিরোধাদবশ্যমত্রৈব তদ্ধত্বং যোগ্যং, তত্রাপ্যধুনা বিলম্বং বিনৈবেত্যর্থঃ ॥ জী॰ ৫-৬ ॥

৫-৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ 'নিরীক্ষ্যেতি' দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **হরিঃকারণ মানুষ**—'কারণং' সর্বকারণ যে তত্ত্ব, তদ্রূপেই 'মানুষ' মানুষাকার, প্রাকৃত রূপ নয়। নরলীল হলেও সর্বজ্ঞানশক্তিমান শ্রীহরি চিন্তা করতে লাগলেন **তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতার প্রয়োজনম্**—সেই দেশের ও কালের 'অনুগুণং' অনুরূপভাবে স্বাবতার প্রয়োজন চিন্তা করতে

লাগলেন—কিরূপ চিন্তা? তাই বলা হচ্ছে— মহাসৈন্যের দ্বারা সর্বতোভাবে শ্রীমধুপুরী অবরোধ করা হেতু অবশ্যই এই জরাসন্ধকে হত্যা করাই উচিত, এর মধ্যেও আবার 'অধুনা' (শ্রীসনাতন) অবিলম্বে ॥ জী০ ৫-৬ ॥

৫-৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : উদ্বেলং বেলাতস্তীরাদপ্যুদ্গতং লঙ্ঘিতমর্য্যাদমিত্যর্থঃ। নন্থ কিমনেন চিন্তয়ামাস তত্র নহি নহিত্যাহ,—কারণং সর্ব্বকারণস্বরূপো মহামহেশ্বরশ্চাসৌ মানুষশ্চেতি। তচ্চিন্তনমাহ,—চতুর্ভিঃ ॥ বি০ ৫-৬ ॥

৫-৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** : উদ্বেলং—'বেলাতঃ' তীর থেকেও উদ্গত অর্থাৎ উপরে উঠে আসা সাগর অর্থাৎ লঙ্ঘিত-মর্যাদ সাগরতুল্য জরাসন্ধের সৈন্য দেখে পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এর জন্য কি কৃষ্ণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এরই উত্তরে না না, একেবারেই না, যে হেতু এই কৃষ্ণ কারণমানুষ—সর্বকারণস্বরূপ মহামহেশ্বরই মানুষদেহে আবির্ভূত। তবে কি 'চিন্তয়ামাস' চিন্তা করতে লাগলেন? এরই উত্তরে, ৭-৯ তিনটি শ্লোকে সেই চিন্তাধারা বলা হচ্ছে ॥ বি০ ৫-৬ ॥

৭-৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** : তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—হনিষ্যামীতি সার্দ্ধকেন। বলং সৈন্যং, হি যতঃ সম্যক্ আহিতমর্পিতং ভারস্বরূপং, সম্যক্ সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য প্রোৎসাহ্য চানীতং বশ্যানাং বশে স্থিতানাম্, অতএব পাণ্ডবাঃ শ্রীভীষ্মশ্চ নায়াতা ইতি জ্ঞেয়ম্। ভটাদিভির্যা অক্ষৌহিণ্যঃ তাভিরেব, ন তু তাসাং প্রত্যেকং সংখ্যায়া সংখ্যাতমিত্যন্তং বাহুল্যমুক্তম্। মাগধস্ত্বিত্যর্দ্ধকম্ ॥ ॥ জী০ ৭-৮ ॥

৭-৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** : উপর্যুক্ত চিন্তাধারাটিই স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে, —হনিষ্যামীতি 'বধ করব' ইতি ১ই শ্লোকে— বলং— সৈন্য। হি—যেহেতু এই পৃথিবীর উপর সম্যাহিতং—সর্বপ্রকারে ন্যস্ত ভার। সম্যানীতং— সর্বতোভাবে যোগাড় করে ও উৎসাহ দিয়ে আনিত বশ্যানাং—বশে স্থিত সর্বভূভুজাম্—সকল রাজাদের—'বশে স্থিত' বাক্যটিতে বুঝা যাচ্ছে পাণ্ডবগণ ও ভীষ্ম এই সমাবেশে আসেন নি। পদাতিক সৈন্যই গণনায় এক অক্ষৌহিণী (১০৯৩৫০) পদাতিক অশ্বাদি সব একসঙ্গে গণনা করে নয়, তাই অত্যন্ত বাহুল্য বলা হল এই সমাবেশের।

পরবর্তী অর্ধ শ্লোকে বলা হল জরাসন্ধকে এখনই বধ করা ঠিক হবে না— কারণ সে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য বিশেষভাবে যত্ন করবে ॥ জী০ ৭-৮ ॥

৭-৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : বলং সৈন্যং তদর্থমুদ্যমং কর্ত্তা করিষ্যতি ॥ বি০ ৭-৮ ॥

৭-৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** : বলং— সৈন্য। এই সৈন্য নিধনে উদ্যমংকর্ত্তা— উদ্যম করব ॥ বি০ ৭-৮ ॥

এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভারহরণায় মে।
সংরক্ষণায় সাধূনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায় চ ॥ ৯ ॥
অন্যোঽপি ধর্ম্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংভ্রিয়তে ময়া।
বিরামায়াপ্যধর্ম্মস্য কালে প্রভবতঃ ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥

৯। **অন্বয়** ঃ ভূভারহরণায় সাধূনাম্ সংরক্ষণায় অন্যেষাং (অসাধূনাং) বধায়চ এতদর্থং (এতে ত্রিবিধাঃ 'অর্থাঃ' প্রয়োজনানি যস্য সঃ) অয়ং (কৃষ্ণরূপঃ) অবতারঃ মে (ময়া) কৃতঃ।

১০। **অন্বয়** ঃ অন্যোঽপি দেহঃ [বরাহাদিরপি] ধর্মরক্ষায়ৈ ধর্মস্য পরিপালনায় কালে (কদাচিৎ) ক্বচিৎ প্রভবতঃ (প্রকর্ষেণ বর্ধমানস্য) অধর্মস্য বিরামায় অপি (নিবর্ত্তনার্থ চ) ময়া অন্যঃঅপি এতদতিরিক্তোঽপি দেহঃ সংভ্রিয়তে (অঙ্গীক্রিয়তে)।

৯। **মূলানুবাদ** ঃ ভূভার হরণ সাধুগণের সংরক্ষণ এবং অসাধুগণের বিনাশ—এই ত্রিবিধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমি স্বয়ংই আবির্ভূত হই।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ ধর্মরক্ষা এবং যদি কোন সময় অধর্ম প্রভাব বিস্তার করে তা'হলে সেই অধর্মের নিবৃত্তির জন্য এতদ্দেহ অতিরিক্ত বরাহাদি দেহও আমি প্রকাশ করে থাকি।

৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ এতদর্থ ইতি এতস্মা ইত্যর্থঃ কস্মৈ ? তত্রাহ—ভূভারহরণায়েত্যাদি; অবতারঃ প্রপঞ্চে প্রাকট্যম্; অয়মিতি তৈঃ সম্মতঃ পাঠঃ, উত্তরাবতারিকানুরোধাৎ। হীতি ক্বচিৎ। মে ময়া ভূভারহরণং স্পষ্টয়তি—সংরক্ষণায়েতি, সং-শব্দেন স্বভক্তি-প্রবর্ত্তনাদিনা লোকদ্বয়েঽপি রক্ষা সূচিতা ॥ জী॰ ৯ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ এতদর্থো—এর জন্য। কিসের জন্য ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, ভুভার হরণের জন্য ইত্যাদি। **অয়ং অবতারঃ**—এই অবতার অর্থাৎ এই পৃথিবীতে প্রাকট্য অর্থাৎ প্রকাশ। 'অয়ম্' শব্দটি শ্রীধরের সম্মত পাঠ—পরবর্তী ভূমিকার অনুরোধ হেতু। 'হি' ইতি ক্বচিৎ পাঠ। **মে**—ময়া অর্থাৎ আমার দ্বারা ভুভার হরণার্থে। ইহাই স্পষ্ট করা হচ্ছে, **সংরক্ষণায় ইতি**—'সং' অর্থাৎ 'সম্যক্ রক্ষা' শব্দে স্বভক্তি প্রবর্তনাদিদ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষাও সূচিত হল ॥ জী॰ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ এতদর্থোঽবতারঃ কৃতঃ অর্থং বিবৃণোতি,—ভূভারেতি। অন্যেষাম—সাধূনাম্ ॥ বি॰ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এই প্রয়োজনে আবির্ভূত হলেন। সেই প্রয়োজন কি—

এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূর্য্যবর্চ্চসৌ।
রথাবুপস্থিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ ॥ ১১ ॥

আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া।
দৃষ্ট্বা তানি হৃষিকেশঃ সঙ্কর্ষণমথাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

১১। **অন্বয়** ঃ গোবিন্দে এবং ধ্যায়তি সদ্যঃ আকাশাৎ সূর্যবর্চ্চসৌ (সূর্যবৎ তেজস্বিনৌ) স সূতৌ (সারথিযুক্তৌ) সপরিচ্ছদৌ (ধ্বজকবজাদি সহিতৌ) রথৌ উপস্থিতৌ।

১২। **অন্বয়** ঃ যদৃচ্ছয়া (আনয়ানাদি প্রযত্নং বিনৈবোপস্থিতানি) দিব্যানি পুরাণানি (সনাতনানি) আয়ুধানি চ [উপস্থিতানিবভূবুঃ] হৃষিকেশঃ তানি দৃষ্ট্বা অথ সঙ্কর্ষণং অব্রবীৎ (উবাচ)।

১১। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীগোবিন্দ এরূপ চিন্তা করতে থাকলে তৎক্ষণে বৈকুণ্ঠ থেকে সারথি ও পতাকা-করজাদি সহিত দুইখানি সূর্যতুল্য তেজস্বী রথ নিকটে এসে দাঁড়াল।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ তৎপর আনয়ানাদি প্রযত্ন বিনাই নিকটে আগত সেইসব দিব্য সনাতন অস্ত্র-শস্ত্র দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলতে লাগলেন।

তাই বিবৃত করা হচ্ছে, ভুভার ইতি—ভূভার হরণের জন্য ইত্যাদি। অন্যোন্যাং—অসাধুদের বধের জন্য ॥ বি০ ৯ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অন্যোঽপি, বিমুত সর্বৈশ্বর্য্যাদি-পূর্ণোঽয়মিত্যর্থঃ। সংভ্রিয়তে প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ ; তথা চ শ্রীগীতাসু (৪/৭)— 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি' ইত্যাদি ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ অন্যোঽপি—বরাহাদি অন্য দেহও ধারণ করি—সবৈশ্বর্যাদিপূর্ণ এই দেহের কথা আর বলবার কি আছে ? সংভ্রিয়তে—প্রকাশ করে থাকি, গীতাতেও তাই আছে (৪/৭) যথা "যদা যদাহি ধর্মস্যগ্লানি" ইত্যাদি ॥ ॥ জী০ ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অন্যোঽপি দেহো বারাহাদিঃ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অন্যোঽপি দেহঃ—বরাহাদি অন্য দেহ ॥ বি০ ১০ ॥

১১-১২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ এবমিতি সার্দ্ধকম্। গাং পৃথ্বীং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ, ইতি ভূভারহরণার্থং ভুবি সাক্ষাদবতীর্ণো ভগবানিত্যর্থঃ, তস্মিন্। আকাশাদূর্দ্ধলোকাৎ তদীয়-মহা-

বৈকুণ্ঠাদিত্যর্থঃ। দিব্যানি লোকাতীতানি, যতঃ পুরাণানি, পুরাপি নবানি নিত্যানীত্যর্থঃ। যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতা আনয়নাদি-প্রযত্নং বিনৈবোপস্থিতানীতি তেষাং ভগবদভিপ্রায়জ্ঞত্বেন চেতনতাভিপ্রেতা। যদ্যপি 'হলং সঙ্কর্ষণকং নাম সৌনন্দং মুষলন্তথা। ধনুষাং প্রবরং শার্ঙ্গং গদানাং কৌমোদকীং তথা॥' ইতি শ্রীহরিবংশে, তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চত্বার্যেবায়ুধান্যুক্তানি, তথাপ্যত্র শ্রীভগবতশ্চক্রং, শ্রীবলদেবস্য ধনুরাদিকমপি জ্ঞেয়ং, যোগ্যত্বাৎ অন্যত আগমনাশ্রবণাচ্চ; অতএবাগ্রে 'এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ' (শ্রীভা ১০/৫০/১৩) ইতি বহুত্বম্। দৃষ্টেত্যর্দ্ধকম্। হৃষীকেশঃ বিনৈব বচনেন সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়িতুং সমর্থোঽপি সঙ্কর্ষণং দৃষ্টিমাত্রেণ সর্ব্বং নাশয়িতুং সমর্থমপি, অথ কাৎস্ন্যেনাব্রবীৎ, লীলাকৌতুকাবেশেন যুক্তিপূর্ব্বকমেব বভাষ ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১১-১২॥

১১-১২। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ এবং ইতি দেড় শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। গোবিন্দ—'গাং' পৃথিবী 'বিন্দতি' পালন করেন, তাই ভূভার দূর করার জন্য পৃথিবীতে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ ভগবান্ সেই তার কাছে রথ এসে উপস্থিত হল। আকাশাৎ—ঊর্দ্ধলোক অর্থাৎ তাঁর মহাবৈকুণ্ঠ থেকে। দিব্যানি—অস্ত্রশস্ত্রও লোকাতীতা যেহেতু পুরাণানি—পুরাতন হলেও নিত্য, নবনবায়মান। যদৃচ্ছয়া—নিজ ইচ্ছা মাত্রে আনয়নাদি হল—প্রযত্ন বিনাই উপস্থিত। এইসব অস্ত্রশস্ত্রের ভগবদভিপ্রায় জ্ঞান থাকা হেতু তাদের চেতনতা অভিপ্রেত। যদিও শ্রীহরিবংশে এই কয়টি আয়ুধের নাম মাত্র উল্লিখিত আছে, যথা—সঙ্কর্ষক নামক হল, সৌনন্দনামক মুষল, প্রবর নামক ধনুক ও কৌমোদকী নামক গদা—তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এই চারটি আয়ুধের নামই বলা হয়েছে—তথাপি এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের চক্র ও শ্রীবলদেবের ধনুকাদি আছে, এরূপ বুঝতে হবে, ইহা যোগ্য হওয়া হেতু ও অন্য কোথাও থেকে আগমন অশ্রবণ হেতু। অতএব পরের ১৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বললেন, 'হে আর্য!' এই আপনার রথ এবং প্রিয় আয়ুধ সকল উপস্থিত হয়েছে। এইরূপে দেখা যাচ্ছে আয়ুধের বাহুল্য।

'দৃষ্ট্বা' ইতি অর্ধ শ্লোক-ব্যাখ্যা—হৃষীকেশঃ—ব্রহ্মাদি সকলের ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ামক হওয়া হেতু—মুখে বলা ছাড়াও সকলকে কাজে প্রবর্তিত করতে সমর্থ হয়েও যে সঙ্কর্ষণের দিকে দৃষ্টিমাত্রে তাকে দিয়ে নাশ করাতে সমর্থ হয়েও [সঙ্কর্ষণম্+অথ+অব্রবীৎ] সঙ্কর্ষণকে অতঃপর লীলাকৌতুকবশে যুক্তিপূর্বকই বললেন॥ জী০ ১১-১২॥

১১-১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ উপস্থিতৌ তদিচ্ছয়ৈব বৈকুণ্ঠাদাগত্য নিকটে স্থিতৌ। ॥ বি০ ১১-১২॥

১১-১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উপস্থিতৌ—কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই বৈকুণ্ঠ থেকে রথযুগল নেমে এসে নিকটে দাঁড়াল॥ বি০ ১১-১২॥

পশ্যার্য ব্যসনং প্রাপ্তং যদূনাং ত্বাবতাং প্রভো।
এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ ॥ ১৩ ॥
যানমাস্থায় জহ্যেতদ্ব্যসনাৎ স্বান্ সমুদ্ধর।
এতদর্থং হি নৌ জন্ম সাধূনামীশ শর্ম্মকৃৎ।
ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভূমের্ভারমপাকুরু ॥ ১৪ ॥

১৩। **অন্বয় :** হে আর্য ! ত্বাবতাং (ত্বমেব অবন্ রক্ষকো নাথো বিদ্যসে যেষাং তে ত্বাবন্তঃ তেষাং ত্বয়া রক্ষিতানাম্ ইত্যর্থঃ) হে প্রভো ! যদূনাং প্রাপ্তং (জরাসন্ধনিমিত্তং সমুপস্থিতং) [এতৎ] ব্যসনং (বিপদং) পশ্য।

১৪। **অন্বয় :** [অতঃ] যানং (রথম্) আস্থায় (আরুহ্য) এতৎ (রিপুসৈন্যং) জহি (বিনাশয়) স্বান্ (স্বকীয়ান্ যাদবজনান্) ব্যসনাৎ (প্রাপ্ত বিপদাৎ) সমুদ্ধর 'ঈশ' (প্রভো !) এতদর্থ (দুর্জনবিনাশার্থ) হি (যস্মাৎ) সাধূনাং শর্মকৃৎ (মঙ্গলজনকং) নৌ (আবয়োঃ জন্ম) [অতঃ] ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং (ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণীরূপং) ভূমেঃ ভারং অপাকুরু (অপনয়)।

১৩। **মূলানুবাদ :** হে আর্য ! অবধান করুন, আপনি যাদের রক্ষক সেই যদুদের বিপদ উপস্থিত। হে প্রভো ! এই সম্মুখে আপনার রথ ও প্রিয় অস্ত্র-শস্ত্র উপস্থিত।

১৪। **মূলানুবাদ :** অতএব এই রথে আরোহণপূর্বক উপস্থিত শত্রু সৈন্য বিনাশ করুন। অনন্য সাধুদের হিতকারক যাদবগণকে বিপদ থেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করুন। ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীরূপ ভূভার হরণ করুন। হে প্রভো ! এজন্যই তো আমাদের জন্ম।

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** পশ্য অবদেহি। তৎ কিম্ ? তত্রাহ—ব্যাসনমিতি ত্বাবতামিত্যত্রাত্মমার্ষম্। কিঞ্চ, এষ ইতি আর্য্যেতি সাদরসম্বোধনং স্বভাবাৎ, প্রভো ইতি বক্ষ্যমাণ-নির্ণয়সামর্থবোধনায় ; দয়িতানীতি স্বতঃসামর্থ্যেঽপ্যঙ্গীকারাবশ্যকং সূচয়তি ॥ জী° ১৩ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ :** পশ্য—অবধানপূর্বক শুনেন। কি শুনব ? এরই উত্তরে **ব্যসনম্**—বিপদের কথা ত্বাবতাম্—(আর্ষপ্রয়োগ) আপনি যাদের নাথ সেই যদুদের। আরও 'এষইতি',—'আর্য্য ইতি' সাদর সম্বোধন, কৃষ্ণের এরূপই স্বভাব হওয়া হেতু। প্রভো !—সমর্থ,—যা বলা হবে, তা নির্ণয় করার সামর্থ্য বলদেবের আছে, ইহা জানানোর জন্য 'প্রভু' সম্বোধন। 'দয়িতানি'—প্রিয়তম (আয়ুধসকল)—এরদ্বারা এইসব আয়ুধের স্বতঃ সামর্থও অঙ্গিকার সূচিত হল ॥ জী° ১৩ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :** নির্ণয়মাহ—যানমিতি। এতৎ সৈন্যং জহি ; তন্মুখ্য-

এবং সম্মন্ত্র্য দাশার্হৌ দংশিতৌ রথিনৌ পুরাৎ।
নির্জগ্মতুঃ স্বায়ুধাঢ্যৌ বলেনাল্পীয়সা বৃতৌ ॥ ১৫ ॥

শঙ্খং দধ্মৌ বিনির্গত্য হরির্দারুকসারথিঃ।
ততোঽভূৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ ॥ ১৬ ॥

১৫-১৬। **অন্বয়** ঃ এবং (পূর্বোক্তরূপ) সমন্ত্র (বিচার্য) দংশিতৌ (বদ্ধ কবচৌ) স্বায়ুধাঢ্যৌ ('স্বৈ' নিজ নিজ আয়ুধৈঃ অঢ্যৌ সম্পন্নৌ) অল্পীয়সা বলেন (সৈন্যেন) বৃতৌ রথিনৌ দাশার্হৌ পুরাৎ নির্জ্জগতুঃ। দারুক সারথিঃ (দারুকঃ সারথিঃ যস্য স) হরিঃ বিনির্গত্য শঙ্খংদধ্মৌ (বাদয়ামাস) ততঃ পরসৈন্যাং (শত্রু সৈন্যানাম্) হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ (মহাভয়েন কম্পঃ অভূৎ)।

১৫-১৬। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপ মন্ত্রণা করত নিজ নিজ অস্ত্রের সুসজ্জায় সম্পত্তিমান রাম-কৃষ্ণ রথে আরোহণপূর্বক অল্পসংখ্যক সৈন্যে পরিবৃত হয়ে পুরমধ্য থেকে বহির্গত হলেন।

দারুক-সারথির সঙ্গে হরি বাইরে বেরিয়ে এসে শঙ্খধ্বনি করলেন পরপক্ষজনদের বীর্যাদি হরণ অভিপ্রায়ে। এতে ওদের হৃদয়ে মহাভয়ে কম্প উপস্থিত হল।

প্রয়োজনমাদিশতি— ব্যসনাদিতি। স্বান্ সকলসাধুজনালম্বনরূপান্ পরিকরান্ সম্যগক্ষতত্বাদিনোদ্ধর। এতচ্চাবশ্যকার্য্যমিত্যাশয়েনাহ—এতদিতি। হি যস্মাৎ, যত এবান্যেষ্ণ সাধূনাং শর্ম্মকৃদ্ভবেদিত্যর্থঃ, হে ঈশেতি প্রোৎসাহনম্ ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ এইবার নিজের সিদ্ধান্ত বলেছেন, যানম্ ইতি শ্লোকটিতে। এতদ্—এই সৈন্যসমূহ 'জহি' বধ করুন। এর মুখ্য প্রয়োজন আদেশ করছেন, '**ব্যসনাৎ ইতি**'— সকল সাধুজনের আশ্রয়রূপ পরিকরদের সমুদ্ধর অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করুন। আরও ইহা অবশ্য করণীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'এতদ্ ইতি'। হি—কারণ এ হেতুই আমাদের জন্য। আরও কারণ এই পরিকরেরাই অন্যান্য সাধুদের মঙ্গলকারক হয়ে থাকে। 'হে ঈশ' বলদেবকে এই সম্বোধন তাকে উৎসাহিত করে তুলবার জন্য ॥ জী০ ১৪ ॥

১৫-১৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ আবশ্যকতার্থমেব সৈনস্য চ বৈশিষ্ট্যমাহ - অর্দ্ধকেন। ত্রয়োবিংশতিরনীকানি অক্ষৌহিণ্যঃ, তদাখ্যং তাবৎসংখ্যমিত্যর্থঃ; যদ্বা, ত্রয়োবিংশতিঃ অক্ষৌহিণ্যঃ, তৎসংখ্যকমনীকং সৈন্যমিত্যাখ্যা যস্য তং ভাবরূপম্। দাশার্হাবিতি মনুষ্যলীলাপরত্বমভিপ্রেতম্, অতএব দংশিতৌ। অল্পীয়সেতি জরাসন্ধ বলাদ্যদুবলস্যাল্পতাভিপ্রায়েণ, তত্রাপি হরিবংশোক্ত-বিকদ্রু-দুর্মন্ত্রণয়া সর্ব্বেষামাগমনেন চ, অতএবাবৃতৌ আবরণতয়া চতুর্দ্দিক্ষু বেষ্টিতৌ স্বৈর্নিজনিজায়ুধৈরাঢ্যৌ

তাবাহ মাগধো বীক্ষ্য হে কৃষ্ণ পুরুষাধম।
ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া।
গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্ ॥ ১৭ ॥
তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুধ্যস্ব ধৈর্য্যমুদ্বহ।
হিত্বা বা মচ্ছরৈশ্ছিন্নং দেহং স্বর্যাহি মাং জহি ॥ ১৮ ॥

১৭-১৮। **অন্বয়** ঃ মাগধঃ (মগধরাজ জরাসন্ধঃ) তৌ (রাম-কৃষ্ণৌ বীক্ষ্য) অহ হে পুরুষাধম (পুরুষেষু 'অধম'! হীন, বাস্তবো অর্থঃ - পুরুষাঃ অধমাঃ যস্মাৎ তাদৃশ হে পুরুষোত্তম, ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণ, [অহং] বালেন একেন ত্বয়া [সহ] লজ্জয়া যোদ্ধুম্ ন ইচ্ছামি। [হে] বন্ধুহন্ (বস্তুতঃ অর্থঃ—বধ্নাতি ইতি বন্ধুঃ অবিদ্যা, তাং হন্তীতি তাদৃশ,- হে অবিদ্যা নিরসন) মন্দ (দুর্জন, বাস্তবার্থ—অকার বিশ্লেষাৎ অমন্দ,—হে উত্তম) গুপ্তেন (প্রাণভয়াৎ লুক্কায়িতেন, বাস্তবার্থ সর্বান্তরত্বাৎ দর্শনাযোগ্যেন) ত্বয়া হি ন যোৎস্যে [অতঃ] যাহি।

হে রাম, যদি তব শ্রদ্ধা (যুদ্ধেচ্ছা) [তদা] যুদ্ধস্ব, ধৈর্য উদ্বহ (অবলম্বস্ব, মচ্ছরৈঃ ছিন্নং দেহং হিত্বা স্বঃ (স্বর্গং) যাহি বা মাং জহি (বিনাশয়)।

১৭-১৮। **মূলানুবাদ** ঃ মগধরাজ জরাসন্ধ রামকৃষ্ণকে দেখে বলল- হে পুরুষাধমঃ (বাস্তব অর্থ হে পুরুষোত্তম) কৃষ্ণ! তুমি বালক, নিঃসঙ্গ তোমার সহিত লজ্জায় যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। হে বন্ধু ঘাতিন্! (বাস্তব অর্থ-হে অবিদ্যা নিরসন!), দুর্জন! (বাস্তব অর্থ—হে উত্তম!), প্রাণভয়ে লুকানো স্বভাব (বাস্তব অর্থ—সর্বান্তরে স্থিতি হেতু দর্শন-অযোগ্য) তোমার সহিত যুদ্ধ করব না, অতএব সরে পড়।

হে রাম! যদি তোমার যুদ্ধেচ্ছা থাকে, তাহলে ধৈর্য অবলম্বন কর। আমার শরে ছিন্নদেহ ত্যাগ করত স্বর্গে গমন কর, অথবা আমাকে হত্যা কর।

যুদ্ধে সম্পন্নৌ, তত্তদায়ুধদর্শনাদৈব পরসৈন্যং ক্ষোভয়ন্তাবিত্যর্থঃ বিশেষেণ সর্ব্বতো বৈলক্ষণ্যেন নির্গতা, যতো দারুকসারথিঃ, তৎসারথিত্বোপলক্ষণয়া দিব্যাতিদিব্য-তদ্দ্রব্যাদিসম্পত্তিমান্। হরিরিতি—শঙ্খ-ধ্বনিনৈব পরেষাং বীর্য্যাদিহরণাভিপ্রায়েণ, অতএব বিশিষ্টত্রাসেন বেপথুঃ ॥ জী০ ১৫-১৬ ॥

১৫-১৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ আবশ্যকতা প্রয়োজনেই সৈন্যবধের বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে অর্ধেক শ্লোকে—ত্রয়োবিংশতি অনীকাখ্যং—২৩ অনীকাখ্য সেনা [অনীকিনী সেনা—পদাতিক—১০৯৩৫, অশ্ব—৬৫৬১, হস্তী—২১৮৭, রথ—২১৮৭, সমুদয়ে—২১৮৭০ সংখ্যক সেনা] অথবা, ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী তৎসংখ্যক 'অনীকং' সৈন্যং, এরূপে 'ত্রয়োবিংশতি অনীক' আখ্যা যার সেই পৃথিবীর ভারস্বরূপকে অপসারিত করুন।

দাশার্হৌ—রামকৃষ্ণ [যদুবংশীয় ক্রথের পঞ্চম অধস্তন দশার্হের বংশ] এই শব্দ ব্যবহারের অভিপ্রায় হল, এদের মনুষ্যলীলাপরত্ব বলা, অতএব দংশিতৌ কবচ পরিহিত [কবচ—অভেদ্য গাত্র আবরণ] বলেন অল্পীয়সাবৃতৌ—অতি অল্প সেনা পরিবৃত হয়ে বের হলেন।—জরাসন্ধের সৈন্যের থেকে যদুদের সৈন্য অতি অল্প বলাই, এখানে অভিপ্রায়। এর মধ্যেও আবার হরিবংশোক্তি অনুসারে বিকদ্রু-দুর্মন্ত্রণায় সকল সৈন্য আগমনে জরাসন্ধের বাহিনী অতি বৃহৎ—অবএব আবৃতৌ—এর আবরণের দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত হলেন স্বায়ুধাঢ্যৌ—নিজ নিজ অস্ত্রে সুসজ্জিত ও যুদ্ধে সম্পন্ন রামকৃষ্ণ।—সেই সেই অস্ত্র দেখিয়েই পরসৈন্যের মনে ক্ষোভসঞ্চারকারী তাঁরা বিনির্গত্য—বাইরে গিয়েই —'বি' বিশেষভাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসামান্য অর্থাৎ অলৌকিক সাজ সজ্জায় বাইরে বেরিয়ে এলেন, যে জন্য বৈকুণ্ঠ সারথি দারুকের সারথিত্ব উপলক্ষনে বলা হল—এরদ্বারা অন্যান্য দিব্যাতিদিব্য বৈকুণ্ঠের দ্রব্যাদিকে বুঝানো হল।—এ সবের দ্বারা সম্পত্তিমান্ হরি—এখানে 'হরি' শব্দটি ব্যবহার করা হল, এই শঙ্খধ্বনি দ্বারা পরপক্ষ জনদের বীর্যাদি হরণ অভিপ্রায়ে। অতএব তারা বিশিষ্ট ত্রাসে 'বেপথুঃ' কাঁপতে লাগল ॥ জী° ১৫-১৬ ॥

১৩-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ত্বং নাথো বিদ্যসে যেষাং তে তাবন্তস্তেষাং দকারস্ত্বার্মার্যম্ । ॥ বি° ১৩-১৬ ॥

১৩-১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তাবতাং—তুমি নাথ উপস্থিত যাদের তারা সনাথ, সেই তাদের অর্থাৎ যদুদের (বিপদ উপস্থিত) ॥ বি° ১৩-১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাৎকালরূপং মত্বা তেন সহ যুদ্ধং পরিহর্ত্তুমাহ—তাবিতি সার্দ্ধেন। বালেনৈকেনেতি বালকেনৈবেতি চ বা পাঠঃ। ননু যুদ্ধে শক্তিরে-বাপেক্ষ্যাতে, ন তু বয়ঃ, ইত্যাহ—গুপ্তেনেত্যর্দ্ধকেন, কংসভয়েন গোকুলে নিবাসাৎ। ননু বৈরিবঞ্চনার্থং কালে গুপ্তিরেব যোগ্যা, ইত্যত আহ—মন্দ হে অভদ্রেতি। কুতঃ? হে বন্ধুহন্, অতো যাহি, ধর্ম্ম-যুদ্ধাদিতেইপসর। তত্ত্বার্থ স্তৈর্ব্যাখ্যাতঃ। যদ্বা, যাহি, স্বগৃহং যাহি, যুদ্ধশ্রমেণ তে প্রয়োজনাভাবাদিতি ভাবঃ।

তবেতি অঞ্চেন্তি বা পাঠঃ; ত্বথে চ-শব্দঃ, শ্রদ্ধা যুদ্ধেচ্ছা। যদীতি মন্তয়ানুভবিতৈব যদি কথঞ্চিৎ স্যাদিত্যর্থঃ। স্থৈর্য্যমুচ্চৈর্বহুবলাদাত্মানং প্রাপয়, ন জাতুদ্বিগ্নো ভব, ন চ পলায়স্বেত্যর্থঃ। ধৈর্য্যমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ জী° ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ কালরূপ মনে করত তাঁর সহিত যুদ্ধ পরিহার করার জন্য জরাসন্ধ বলল 'তৌ' ইতি দেড় শ্লোকে। পাঠ দুপ্রকার 'বালেনৈকোনেতি' অর্থাৎ এক যুদ্ধ-অনভিজ্ঞের সহিত; এবং 'বালকেনেবেতি' শিশুর সহিত। যদি বলা হয়, যুদ্ধে শক্তিরই অপেক্ষা, বয়সের নয়। এরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে বলল, 'গুপ্তেন' ইতি অর্ধশ্লোক—কংস ভয়ে গোকুলে

নিবাস হেতু তোমার সহিত যুদ্ধ করব না। শত্রুকে বঞ্চনার জন্য সময়ে লুকিয়ে থাকাই যোগ্য, এর উত্তরে বলল মন্দ—হে অভদ্র। কি করে? এরই উত্তরে বন্ধুহন্—মাতুল রূপে বন্ধু হননকারী, ওহে যাহি—ধর্মযুদ্ধাদি থেকে পালাও। এখানে তত্ত্বার্থ—শ্রীস্বামিপাদ ১৭ শ্লোকের 'পুরুষাধম' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করেছেন—'মনুষ্য যার কাছে তুচ্ছ'—এইরূপে বাস্তব অর্থ আসছে পুরুষোত্তম। অথবা যাহি—নিজ গৃহে যাও, কারণ তোমার পক্ষে যুদ্ধশ্রমের প্রয়োজন নেই, এরূপ ভাব।

এতে অর্থ আসবে,—তোমার যদি শ্রদ্ধা হয়। পাঠ দু-প্রকার 'তব' বা 'তঞ্চ' (তম্+চ) এখানে 'তু' অর্থে চ শব্দ, 'তু' শব্দের অর্থ এখানে 'যা হোক'। এতে অর্থ আসবে 'যা হোক যদি শ্রদ্ধা হয় হে রাম তুমি যুদ্ধ কর'। শ্রদ্ধা—যুদ্ধেচ্ছা। 'যদি' এই শব্দটির ধ্বনি—আমার ভয় যুদ্ধেচ্ছা না হবারই কথা, তবে যদি কোনও প্রকারে যুদ্ধেচ্ছা হয়। ধৈর্য্যমুদ্বহ—যুদ্ধে ধৈর্যধারণ কর, উদ্বিগ্ন হয়ো না, পালিয়োও না। কোথাও পাঠ 'স্থৈর্য'ও আছে ॥ জী০ ১৭-১৮ ॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পুরুষা অধমা যস্মাৎ। হে পুরুষোত্তমেতি ভবত্যভিমতোঽর্থঃ॥ বালে বাল এব কো ব্রহ্মা যস্য তেন মহামহেশ্বরেণ লজ্জয়েতি মম দুর্জীবত্বেনাযোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। গুপ্তেনেতি কংসস্য ভয়াদেগাকুলং প্রতি গতস্য এব বৈশ্যাপালিতত্বেন বৈশ্যসাধর্ম্যপ্রাপ্তেঃ। পক্ষে সর্বান্তরত্বাদ্দর্শনানর্হেণ। হে অমন্দ, বন্ধুহন্, হে মাতুলহন্তঃ, পক্ষে বধ্নাতীতি বন্ধুরবিদ্যা তাং হন্তীতি তথা।

অচ্ছেদ্যদেহোঽসাবিতি। স্বয়মেব মত্বা পরিতোষাৎ। পক্ষান্তরমাহ,—যদ্বা মাং জহীতি, শ্রীস্বামি-চরণাঃ। যদ্বা, মৎ মত্তঃ পাপাত্মনঃ সর্বাশাৎ স্বৈকুণ্ঠনং যাহি কিং কৃত্বা শরৈচ্ছিন্নং অর্থান্মমদেহং হিত্বা ত্যক্ত্বা অত্রৈব প্রক্ষিপ্যেত্যর্থঃ॥ বি০ ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** জরাসন্ধ কৃষ্ণকে পুরুষাপ্রম বলে সম্বোধন করলেও দেবী সরস্বতী কৃত এর বাস্তব অর্থ হল, জীবমাত্রেই অধম অর্থাৎ তুচ্ছ যাঁর তেজের কাছে, অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম। বালেনেকেন ইতি—যার নিকট ব্রহ্মা বালকসম সেই মহামহেশ্বরের সহিত লজ্জয়া ইতি—যুদ্ধে লজ্জা, দুষ্টজীব-স্বভাব হেতু আমার যোগ্যতা না থাকায়। গুপ্তেন ইতি—কংসের ভয়ে গোকুলে গত হয়ে বৈশ্যপালিত হওয়ায় বৈশ্য সাধর্মপ্রাপ্ত তোমার সহিত যুদ্ধে লজ্জা। বাস্তব অর্থঃ সর্বঅন্তরে অবস্থিতি হেতু দর্শন-অযোগ্যতা হেতু যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি না। মন্দ—অকার বিশ্লেষণে—হে অমন্দ অর্থাৎ উত্তম। বন্ধুহন্—হে মাতুলঘাতী। বাস্তব অর্থ বধ্নাতি জীবান্ অর্থাৎ জীবকে বন্ধন করেন। 'বন্ধুঃ' অবিদ্যা, এই অবিদ্যা দূরকারী।

এই জরাসন্ধের দেহ অচ্ছেদ্য নিজেই ইহা বিবেচনা করে বলদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'বা' শব্দ প্রয়োগে পক্ষান্তর উঠিয়ে বললেন, 'মাং-জহি' আমাকে বধ কর ॥ বি০ ১৭-১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।
ন বৈ শূরা বিকত্থন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্।
ন গৃহ্ণীমো বচো রাজন্ আতুরস্য মুমূর্ষতঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ।
জরাসুতস্তাবভিসৃত্য মাধবৌ
মহাবলৌঘেন বলীয়সাবৃণোৎ।
সসৈন্যযান-ধ্বজ-বাজি-সারথী
সূর্য্যানলৌ বায়ুরিবাভ্ররেণুভিঃ ॥ ২০ ॥

১৯। **অন্বয়** ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ—[হে] রাজন্, শূরাঃ বৈ (নিশ্চিতং) ন বিকত্থন্তে (আত্মশ্লাঘাং) কুর্বন্তি [কিন্তু] পৌরুষং এব দর্শয়ন্তি, আতুরস্য মুমূর্ষতঃ বচঃ ন গৃহ্ণীম্।

২০। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুকঃ উবাচ—বায়ুঃ-অভ্ররেণুভিঃ-সূর্য্যানলৌ ইব (যথা বায়ু 'অভ্রৈঃ' মেঘৈঃ সূর্যং, 'রেণুভিঃ' ধূলিলবৈঃ অনলং আবৃণোতি তথা) জরাসুতঃ (জরাসন্ধঃ) মাধবৌ (মধুবংশ জাতৌ) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) অভিসৃত্য (সমীপমাগত্য) বলীয়সা (বলবতা) মহাবলৌঘেন মহতা সৈন্যবৃন্দেন সসৈন্য যান ধ্বজ-বাজি-সারথী (সৈন্যৈঃ যানৈঃ ধ্বজৈঃ বাজিভিঃ অশ্বৈ সারথিভিশ্চ সহ তৌ) আবৃণোৎ (আবৃতবান্)।

১৯। **মূলানুবাদ** ঃ জরাসন্ধকে নিজের সহিত যুদ্ধকৌতুকে প্রবর্তিত করার জন্য তার কথার বাস্তব অর্থ ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তার্থ আশ্রয় করত পরিহাস বাক্যে উত্তর দিলেন কৃষ্ণ—হে রাজা জরাসন্ধ! বীরগণ কখনও আত্মশ্লাঘা করে না, পরন্তু নিজ বিক্রমই দেখিয়ে থাকে—এতো প্রসিদ্ধই আছে। তবে কথা কি, তুমি বায়ু প্রভৃতি দোষ-ব্যাকুল, তার মধ্যে আবার সম্প্রতিই মৃত্যু-কবলিত হবে, তাই তোমার এই গালমন্দ ধরছি না। তোমাতে বস্তুবুদ্ধি না থাকায় তোমা বিষয়ে চিন্তাও করছি না, ক্রোধ করাতো দূরের কথা।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—অনন্তর বায়ু যেমন মেঘমালাদ্বারা সূর্যকে ও ধূলি জালে যথা অগ্নিকে আবৃত করে, সেইরূপ জরাসন্ধ মধুবংশোদ্ভব রামকৃষ্ণের নিকটে নিয়ে বলশালী মহাসৈন্যবৃন্দের দ্বারা ঘিরে ফেলল সৈন্য-যান-ধ্বজ-অশ্ব-সারথীসহ রামকৃষ্ণকে।

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ আত্মনা সহ যুদ্ধকৌতুকে তং প্রবর্ত্তয়িতুং ব্যক্তার্থমাশ্রিত্য সোল্লুণ্ঠমুত্তরমাহ—নেতি, ন বিকত্থন্তে নাত্মানং শ্লাঘন্তে, বৈ এতৎ প্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। ন চ তর

সুপর্ণতালধ্বজচিহ্নিতৌ রথা-
বলক্ষয়ন্ত্যো হরিরাময়োর্মৃধে।
স্ত্রিয়ঃ পুরাট্টালক-হর্ম্ম্য-গোপুরং
সমাশ্রিতাঃ সংমুমুহুঃ শুচার্দ্দিতাঃ ॥ ২১ ॥

২১। **অন্বয়** ঃ পুরাট্টলক (দুর্গোপরি রচিতমুচ্চগৃহং) হর্ম্ম্য (উচ্চ প্রাসাদং) গোপুরং (পুরদ্বারঞ্চ) সমাশ্রিতা (উপর্যধিরূঢ়া) স্ত্রিয়ঃ (পুরনার্যঃ) মৃধে (সংগ্রামক্ষেত্রে) হরিরাময়োঃ সুপর্ণ-তালধ্বজ-চিহ্নিতৌ রথৌ অলক্ষয়ন্ত্যঃ শুচার্দিতা সংমুমুহুঃ (মূর্চ্ছিতা বভূবুঃ)।

২১। **মূলানুবাদ** ঃ দুর্গোপরি নির্মিত উচু ঘর, উচু প্রাসাদ এবং নগরের বহির্দ্বার,—এ সবের উপরে উঠে দাঁড়িয়েও পুরনারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বলরামের গরুড় ও তালধ্বজ চিহ্নিত রথাদি দেখতে না পেয়ে শোকে গাঢ় মূর্চ্ছায় ঢলে পড়লেন।

গালিপ্রদানেন বয়ং ক্ষুভ্যাম ইত্যাহ—নেতি। আতুরস্য বাতাদিদোষব্যাকুলস্য, তত্রাপি মুমূর্ষতঃ, সম্প্রত্যেব মরিষ্যতঃ, বচো ন গৃহ্নীম, ন বস্তু বুদ্ধ্যা ভাবয়ামঃ। কুতঃ ? কোপং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। রাজন্নিতি যদ্যপি রাজ্ঞস্তেতদতীবানুচিতমিতি ভাবঃ ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ জরাসন্ধকে নিজের সহিত যুদ্ধকৌতুকে প্রবর্তিত করার জন্য কৃষ্ণ তাঁর কথার বাস্তব অর্থ ছেড়ে দিয়ে বাক্যার্থ আশ্রয় করত পরিহাস বাক্যে উত্তর দিলেন, নেতি।—ন বিকত্থান্তে—আত্ম-প্রশংসা করোনা। বৈ—ইহা প্রসিদ্ধই আছে জনসমাজে। তোমার গালি প্রদানে আমরা ক্ষুব্ধও হইনি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নেতি। আতুরস্য—বায়ু প্রভৃতি দোষ-ব্যাকুল, তারমধ্যে আবার মুমূর্ষতঃ— সম্প্রতিই মরে যাবে, তাই তোমার গালমন্দ ধরছি না। তোমাতে বস্তুবুদ্ধি না থাকায় তোমা বিষয়ে চিন্তাও করছি না। ক্রোধ করার তো কথাই উঠে না। রাজন্ ইতি—এই সম্বোধনের ভাব হল, যদিও রাজার পক্ষে এও অনুচিত ॥ জী০ ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ শ্রীশুক উবাচেতি ক্বাচিৎকং, জরাসুত ইতি জরা নাম রাক্ষস্যা সংহিতদেহত্বাৎ তদ্দত্ত-শক্তিতেন মনুষ্যাতীত-শক্তিরুক্তা। মাধবাবিতি দাশার্হাবিতিবৎ, অতএবাবৃণোৎ। সূর্য্যানলৌ প্রলয়কালসম্বন্ধিনৌ জ্ঞেয়ৌ, সম্প্রতি সহযোগিতয়া তথৈব ভাসমানত্বাৎ। ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ জরাসুত—জরাসন্ধ মাতৃগর্ভ থেকে দুখণ্ডে ভূমিষ্ঠ হলে ঐ খণ্ডদ্বয় জঙ্গলে নিক্ষিপ্ত হয়। তৎপর উহা 'জরা' নামক রাক্ষসীর দ্বারা সংমিলিত হওয়ায় তদ্দত্ত শক্তি প্রাপ্তিতে মনুষ্যাতীত শক্তি হল তার, সে কথাই ব্যক্ত হল এ শ্লোকে। অতএব

মাধবৌ—মধুবংশ জাত রামকৃষ্ণকে আবৃত করে ফেলল। —'সূর্য্যানলৌ' এই সূর্য-অগ্নি প্রলয়কাল সম্বন্ধী বলে জানতে হবে। সম্প্রতি জরাসন্ধের সহযোগীরূপে (অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীতায়) সেইরূপই দীপ্ত হয়ে উঠল ॥ জী০ ২০ ॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মাধবৌ মধুবংশোদ্ভূতৌ বায়ুর্যথা সূর্যমভ্রৈরগ্নিঞ্চ রেণুভিরাবৃণোতি তথেত্যদর্শনমাত্রমেবাবরণমিতি সূচিতম্ ॥ বি০ ২০ ॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মাধবৌ—মধুবংশোদ্ভূত রামকৃষ্ণ। বায়ুরিবাভ্রৈরেণুভিঃ—সূর্য্যানলৌ-বায়ু—যথা 'অভ্রৈ' মেঘের দ্বারা সূর্যকে ছেয়ে ফেলে, ধূলিজালের দ্বারা অগ্নিকে, তথা জরাসন্ধ সৈন্যরাশি দ্বারা ছেয়ে ফেললেন রাম-কৃষ্ণকে, এখানে অদর্শন মাত্রই ছেয়ে ফেলা, এরূপ সূচিত ॥ বি০ ২০ ॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ সুপর্ণেতি তত্তদ্ধ্বজা-দর্শনমপি সূচিতম্। হরির্নিজ-মনোহরণাৎ, রাম ইতি তন্মনোরমণাৎ। তয়োরিতি পরমপ্রিয়ত্বং সূচিতম্। পুরস্যাট্টালকং দুর্গোপরি রচিতমুচ্চগৃহং, হর্ম্ম্যঞ্চোচ্চপ্রাসাদং, গোপুরঞ্চ; দ্বন্দ্বৈক্যম্। সম্যগাশ্রিতা উপর্য্যধিরূঢ়া অপি মৃধে যুদ্ধ-ভূমৌ অলক্ষয়ন্ত্যঃ লক্ষণৈরপ্যতর্কয়ন্ত্যঃ, শুচার্পিতাঃ শোকেন ব্যাপ্তাঃ সত্যঃ। অর্দ্দিতা ইতি পাঠে পীড়িতাঃ সত্যঃ সম্যঙ্মুমুহুঃ, যতঃ স্ত্রিয়ঃ, স্ত্রীণাং স্বভাবত এব স্নেহার্দ্রচিত্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ জী০ ২১ ॥

২১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ তৎকালে কৃষ্ণ-বলরামের সুপর্ণ- গরুড় ও তাল-ধ্বজ অদৃশ্য হয়ে যাওয়াও সূচিত হল। হরির্নিজমনোহরণাৎ—নিজ মন হরণ হেতু 'হরি'। 'রাম' কৃষ্ণ-মন রমন হেতু 'রাম'। এ দুজনের মধ্যে পরমপ্রিয়তা সূচিত হল। পুরস্যাট্টালক- দুর্গের উপরে রচিত উচ্চগৃহ। হর্ম্ম্য—উচ্চ প্রাসাদ। গোপুরং—পুরদ্বার। সম্যাশ্রিতাঃ—এসবের উপরে উঠে দাঁড়িয়েও মৃধে—যুদ্ধভূমিতে রথাদি অলক্ষয়ন্ত্যো—দেখতে পেলেন না। —লক্ষণেও কিছু অনুমান করা গেল না। শুচার্পিতাঃ—শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। 'শুচার্দিতা' পাঠও আছে, এতে অর্থ —পীড়িতা হলেন সংমুমুহুঃ—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। স্ত্রিয়ঃ—যেহেতু তারা স্ত্রীলোক স্বভাবতই স্নেহার্দ্রচিত্ত হওয়া হেতু, এরূপ ভাব ॥ জী০ ২১ ॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শুচার্পিতাঃ শোকব্যাপ্তাঃ 'শুচার্দ্দিতা' ইত্যপি পাঠ। স্ত্রিয়ঃ ইতি পুন্ত্যঃ সকাশাৎ কৃষ্ণে স্ত্রীণামাসক্ত্যাধিক্যাৎ ॥ বি০ ২১ ॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শুচার্পিতাঃ- শোকব্যাপ্তা। শুচার্দ্দিতা পাঠও আছে। স্ত্রিয়ঃ—পুরুষদের থেকে স্ত্রীদের কৃষ্ণে আসক্তি অধিক থাকা হেতু তাদের নামই উল্লেখ করা হয়েছে ॥ বি০ ২১ ॥

হরিঃ পরানীকপয়োমুচাং মুহুঃ
শিলীমুখাত্যুল্বণবর্ষপীড়িতম্ ।
স্বসৈন্যমালোক্য সুরাসুরার্চ্চিতং
ব্যস্ফূর্জয়চ্ছার্ঙ্গ শরাসনোত্তমম্ ॥ ২২ ॥
গৃহ্ণন্নিষঙ্গাদথ সন্দধচ্ছরান্
বিকৃষ্য মুঞ্চন্ শিতবাণপূগান্ ।
নিঘ্নন্ রথান্ কুঞ্জরবাজিপত্তীন্
নিরন্তরং যদ্বদলাতচক্রম্ ॥ ২৩ ॥
নির্ভিন্নকুম্ভাঃ করিণো নিপেতু-
রনেকশোঽশ্বাঃ শরবৃক্ণকন্ধরাঃ ।
রথা হতাশ্বধ্বজসূতনায়কাঃ
পদাতয়শ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ ॥ ২৪ ॥

২২-২৩-২৪। **অন্বয়** : হরিঃ মুহুঃ পরানীকপয়োমুচাং (পরস্য 'অনীকানি' সৈন্যানি, তানি এব পয়োমুচঃ মেঘা তেষাং) শিলিমুখাত্যুল্বণবর্ষপীড়িতং ('শিলিমুখাঃ' বাণাঃ তেষাং অত্যুল্বনং অত্যুগ্রং বর্ষং তেন পীড়িতং) স্বসৈন্যং আলোক্য নিষঙ্গাৎ (তূণাৎ) নিরন্তরং শরান্ গৃহ্ণন্ [অথ] সন্দধৎ (তান্গুণে সংযোজয়ন্) বিকৃষ্য (কর্ণান্তম্ আকৃষ্য) শিতবাণপুগান্ (তীক্ষ্ণবাণ-সমূহান্) মুঞ্চন্ (নিক্ষিপন্) রথান্ (শত্রুরথান্) তথা কুঞ্জরবাজিপত্তীন্ ('কুঞ্জরাঃ' গজাঃ, 'বাজয়ঃ' অশ্বাঃ 'পত্তয়ঃ' পদাতয়শ্চতান্) নিঘ্নন্ (বিনাশয়ন্সন্) সুরাসুরার্চ্চিতং শার্ঙ্গশরাসনোত্তমং (শার্ঙ্গনামকং স্বস্তউত্তমং শরাসনং ধনুঃ ব্যস্ফূর্জয়ৎ ।

(শ্রীহরেঃ এবং ধনুর্বিস্ফূর্জনেন) করিণঃ (শত্রুপক্ষীয় রণগজাঃ) নির্ভিন্নকুম্ভা [সন্তঃ], অনেকশঃ অশ্বাঃ শরবৃক্ণকন্ধরাঃ (শরৈঃ 'বৃক্ণাঃ' ছিন্নাঃ কন্ধরাঃ গ্রীবা যেষাং তে) হতাশ্বধ্বজসূতনায়কাঃ (হতাঃ অশ্বাঃ-ধ্বজাঃ-'সূতা' সারথয়ঃ-'নায়কাঃ' রথিনশ্চ যেষু তে) রথাঃ, ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ পদাতয়ঃ, [চ] অনেকশঃ নিপেতুঃ ।

২২-২৩-২৪। **মূলানুবাদ** ঃ জরাসন্ধের সৈন্যরূপ মেঘমালা থেকে মুহুর্মুহু অতি প্রবল বাণ-বর্ষণ ফলে নিজ সৈন্যদের সন্ত্রস্ত হতে দেখে শত্রুসৈন্য সংহারক কৃষ্ণ তূণ থেকে অতি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ তুলে নিয়ে ধনুর ছিলায় আরোপ করে করে আকর্ষণ করত অতিদ্রুত বারম্বার নিক্ষেপে শত্রুপক্ষের অসংখ্য হস্তী-অশ্ব-পদাতিক সৈন্যের সহিত রথ ধ্বংস করতে করতে সুরাসুর অর্চিত শার্ঙ্গনামক নিজ ধনুকে মথুরার চতুর্দিকে আলাতচক্রবৎ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝলকিয়ে উঠালেন । এতে শত্রুপক্ষীয় হস্তি-সমূহ খণ্ডিত কুম্ভদেশা হয়ে বহু বহু অশ্ব বাণে ছিন্ন গ্রীবা হয়ে, বহু বহু রথ অশ্ব-ধ্বজা-সারথি-রথী-বিহীন হয়ে এবং বহু বহু পদাতিক সৈন্য ছিন্নভুজ-উরু-গ্রীবা হয়ে ধরাশায়ী হল ।

২২-২৩-২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ হরিরিতি যুগ্মকম্। তন্নাম চ পরসৈন্য-সংহারাভিপ্রায়েণ ; পীড়নমত্র সম্পাতেন বিত্রাসনমেব, ন তু ছেদনং, 'মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলঃ' (শ্রীভা° ১০/৫০/৩৫) ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, তচ্চ তেন স্ববিদ্যাবিশেষাভিব্যঞ্জনাৎ। অহো তত্র পরমাশ্চর্য্যং শৃণ্বিত্যাহ—গৃহ্ণন্নিত্যাদিনা। অথানন্তরং তৎক্ষণমেবেত্যর্থঃ। অস্য বক্ষ্যমাণস্যানেকশ ইত্যস্যাপি সর্ব্বৈরেবান্বয়ঃ॥

রথানিতি তদীয়াংশ্চ ধ্বজাদীন্, এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। তন্যতৈঃ। অত্রোজ্জৃম্ভিতেবান্ টঙ্কারং মুহুরাকৃষ্য নমিতবানিত্যর্থঃ। চক্রবদ্ভ্রমতীতি মণ্ডলাকারতয়া সর্ব্বত্র বর্ত্তত ইত্যর্থঃ; তদিতি তাদৃশীং কৃত্বেত্যর্থঃ; যদ্বা, ততশ্চ যদ্বদলাতচক্রং, তদ্বদেব হরিঃ সর্ব্বত্রাপ্যদৃশ্যতেতি শেষঃ। কিং কুর্ব্বন্? পরেষাং শিরোবাণ-পৃগাদীন্ নিঘ্নন্॥

নির্ভিন্নকুম্ভা ইত্যাদিনা তত্রাপি যোগ্যাযোগ্যস্থান এব বেধনমিতি বিশেষোক্তিঃ॥ জী° ২২-২৩-২৪॥

২২-২৩-২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ 'হরিঃ' ইত্যাদি ২২ শ্লোক এবং পরের ২৩ শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। —এখানে 'হরি' শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে, পরসৈন্য-সংহার অভিপ্রায়। পীড়িতম্—এখানে 'পীড়ণ' শব্দে বাণবর্ষণে 'সন্ত্রাস সৃজন'ই উদ্দিষ্ট, 'ছেদন' কিন্তু নয়, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০/৫০/৩৫ শ্লোকে বলা আছে—"মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলঃ"—(শ্রীভা° ১০/৫০/৩৫) অর্থাৎ 'মুকুন্দ'ও অক্ষত সৈন্যমণ্ডলীর সহিত শত্রুসৈন্যসিন্ধু উত্তীর্ণ হলেন। ঐ যে পীড়িত হতে দেওয়া, তাও নিজ বিদ্যাবিশেষ অভিব্যক্তির জন্য। অহো তথায় পরমাশ্চর্য যা হল, তা শুনুন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'গৃহ্ন' ইত্যাদি কথায়। অথ—অনন্তর অর্থাৎ সেই ক্ষণেই। এই এখানে যা বলা হল, তার থেকে ৩৭ শ্লোকের 'অনেকশঃ' পর্যন্ত যা কিছু বর্ণন হয়েছে সব একসঙ্গে অন্বয় করে কৃষ্ণ-জরাসন্ধ যুদ্ধ-কথন বুঝে নিতে হবে। [শ্রীবলদেব টীকা—গৃহ্ন ইতি—তূণ থেকে শরসমূহ এক এক করে হাতে তুলে নিলেন। অথ—অতঃপর সেগুলি ধনুর ছিলায় স্থাপন করত ছিলায় টান দিয়ে সেই তীক্ষ্ণ বাণ সকল নিক্ষেপ করত সেই জরাসন্ধের রথাদি সবকিছু ধ্বংস করলেন। নিরন্তরং ইতি—এই শব্দটি গ্রহণাদি ক্রিয়াবিশেষণ—একে এই গ্রহণক্রিয়া ক্রমঅনুসারে উদ্ভূত হলেও দর্শকের প্রতি প্রতীতি জন্মাল ক্ষণার্ধ মধ্যে শতকোটি গ্রহণক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছে—অতঃপর যদ্বদলাতচক্রম্—জলন্ত কাষ্ঠ যেমন ঘুরালে চক্রবদ্ঘোরে তথা মথুরার চতুর্দিকে সবসৈন্য অভিমুখে ঘূর্ণায়মান শার্ঙ্গ নামক ধনু শ্রেষ্ঠকে কৃষ্ণ ঝলকিয়ে উঠালেন। 'নির্ভিন্নকুম্ভা' অর্থাৎ 'খণ্ডিত গজ কুম্ভ সমূহ' ইত্যাদি দ্বারা—জরাসন্ধের সৈন্যাদি বিনাশ।—তার মধ্যেও যোগ্যাযোগ্য স্থানেই খণ্ডিতকরণ—ইহাই বিশেষ উক্তি। ॥ জী° ২২-২৩-২৪॥

২২-২৩-২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পরেষাং শত্রূণামনীকান্যেব পয়োমুচো মেঘাস্তেষাং শিলীমুখা বাণাস্তেষামত্যুগ্রবর্ষেণ পীড়িতং স্বস্ফুর্জং উজ্জৃম্ভয়াস।

কিং কুর্ব্বন্নিত্যত আহ,—নিষঙ্গাৎ ইষুধেঃ সকাশাৎ শরান্ একৈকান গৃহ্ণন্। অথ অনন্তরং তান্

সংচ্ছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনা-
মঙ্গপ্রসূতাঃ শতশোঽসৃগাপগাঃ।
ভুজাহয়ঃ পুরুষশীর্ষকচ্ছপা
হতদ্বিপদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ ॥ ২৫ ॥
করোরুমীনা নরকেশশৈবলা
ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুল্মসঙ্কুলাঃ।
অচ্ছুরিকাবর্ত্তভয়ানকা মহা-
মণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ ॥ ২৬ ॥
প্রবর্ত্তিতা ভীরুভয়াবহা মৃধে
মনস্বিনাং হর্ষকরী পরস্পরম্।
বিনিঘ্নতারীন্ মুষলেন দুর্ম্মদান্
সঙ্কর্ষণেনাপরিমেয়তেজসা ॥ ২৭ ॥
বলং তদঙ্গার্ণবদুর্গ ভৈরবং
দুরন্তপারং মগধেন্দ্রপালিতম্।
ময়ং প্রণীতং বসুদেবপুত্রয়ো-
র্বিক্রীড়িতং তজ্জগদীশয়োঃ পরম্ ॥ ২৮ ॥

২৫-২৮। অন্বয় ঃ সংচ্ছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনাং (সংচ্ছিদ্যমানং 'দ্বিপদানাং' মনুষ্যানাং 'ইভানাং' হস্তিনাং 'বাজিনাং' অশ্বানাঞ্চ) অঙ্গপ্রসূতাঃ (অঙ্গজাতাঃ) শতশঃ অসৃগাপগাঃ শোণিতনদ্যঃ প্রবর্তিতাঃ (২৭ শ্লোকস্থপদেনান্বয়ঃ) — ভুজাহয়ঃ (তেষাংভুজা এব 'অহয়ঃ' সর্পাঃ যাসু তাঃ) পুরুষশীর্ষ কচ্ছপা (পুরুষানাং শীর্ষান্যেব কচ্ছপা যাসু তাঃ) হতদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ (হতাদ্বিপা 'গজাঃ' এব দ্বীপা অন্তর্দ্বীপভূময়ঃ হয়া অশ্বাঃ এব গ্রহা নক্রাঃ তৈশ্চ আকুলাঃ 'ব্যাপ্তাঃ')।

করোরুমীনাঃ (করাঃ 'হস্তদেশাঃ' উরবশ্চ মীনাঃ যাসু তাঃ) নরকেশঃ শৈবলাঃ (নরাণাং কেশ এব শৈবলা যাসু তাঃ) ধনুস্তরঙ্গায়ুধ-গুল্ম সঙ্কুলাঃ (ধনুংষ্যেব তরঙ্গা আয়ুধান্যেব গুল্মা তৈশ্চ সঙ্কুলাঃ) অচ্ছুরিকাবর্ত্তভয়ানকা (অচ্ছুরিকাঃ চর্মানি চক্রাণি বা তা এব আবর্তাঃ তৈঃ ভয়ানকাঃ) মহামণি-প্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ (মহামণীনাং প্রবেকা উত্তমা আভরানি চ যথাযথং অশ্মানঃ প্রস্তরাঃ শর্করাঃ বালুকাশ্চ যাসু তাঃ)।

মৃধে (সংগ্রামক্ষেত্রে) [পরস্পরং প্রবর্তিতা তাঃ নদ্যঃ] ভীরুভয়াবহা (ভীরুজনানাং ভয়ঙ্কর্যঃ) মনস্বিনাংহর্ষকরী (বীরাণাং হর্ষকর্যঃ) [বভুবুঃ]।

অঙ্গ (হে পরীক্ষিৎ) দুর্ম্মদান (দুষ্টাংহঙ্কারান্) অরীন্ মুষলেন বিনিঘ্নতা অপরিমেয় তেজসা

সঙ্কর্ষণেন অর্ণবদুর্গ ভৈরবং (সমুদ্রবৎ দুর্গমং ভয়ঙ্করঞ্চ) দুরন্তপারং মগধেন্দ্রপালিতং তৎ বলং (সৈন্যং) ক্ষয়ং প্রণীতং (প্রাপিতং বভূব) বসুদেবপুত্রয়োঃ তৎ (যৎ কর্ম রিপুহননরূপং কথিতং তৎ) পরং (কেবলঃ) বিক্রীড়িতং (ক্রীড়ামাত্রং নতু পরাক্রমঃ)।

২৫-২৮। মূলানুবাদ ঃ ছিন্নভিন্ন মনুষ্য-হস্তী-অশ্বের অঙ্গনিঃসৃত রক্তে শতশত রক্তনদী বয়ে চলল, যাতে মানুষের মাথা যেন কচ্ছপ, ধরাশায়ী গজ যেন এক একটি দ্বীপ, ধরাশায়ী অশ্ব যেন এক একটি হাঙ্গর।

ঐ নদীতে মানুষের কেশরাশি যেন শৈবাল, ধনুসকল যেন তরঙ্গ, অস্ত্রস্তপগুলি যেন ছোট ছোট গাছের ঝাড়, চক্রসকল যেন ভয়াবহ ঘূর্ণিপাক, মহামণিজড়িত আভরণ নিবহ যেন যথাযথ প্রস্তর, কঙ্কর ও বালুকা। —রণক্ষেত্রের এই দৃশ্য ভীরু ব্যক্তিগণের ভয়ঙ্করী এবং বীরদের হর্ষকরী হয়েছিল।

হে পরীক্ষিৎ! যিনি গদাদ্বারা দুর্দমনীয় শত্রুগণের সংহার করতে সমর্থ, সেই অপরিমেয় পরাক্রমশালী শ্রীবলদেব মগধরাজ জরাসন্ধ রক্ষিত অপার সমুদ্রের ন্যায় দুর্গম ও ভয়ঙ্কর হতাবশিষ্ট সৈন্যনিবহের ধ্বংস সাধন করলেন।

গুণে সন্দধৎ গুণমাকৃষ্য তান মুঞ্চন্ তৈশ্চ রথাদীন্নিঘ্নন্নিরন্তরমিতি গ্রহণাদি সর্বক্রিয়াবিশেষণম্ তেন গ্রহণযোজনবিকর্ষণ-নিঃক্ষেপণ প্রহরণক্রিয়াঃ ক্রমেণোদ্ভূতা অপি সদৈবোদ্ভবন্ত্য ইব দ্রষ্টৃন্ প্রতি ভাতাঃ ক্ষণার্ধমধ্যে শতকোটি-কৃতোদ্ভবন্তীত্যর্থঃ। ততশ্চ অলাতচক্রং জ্বলৎকাষ্ঠং ভ্রমণে যথা চক্রবদ্ভবতি তদ্বদেব মথুরায়াশ্চতুর্দিক্ষু সৈন্যাভিমুখং ভ্রমন্ শার্ঙ্গং ব্যস্ফূর্জ্জয়দিতি ॥ বি॰ ২২-২৩ ২৪ ॥

২২-২৩-২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পরানীকপয়োমুচাং—শত্রুসৈন্যরূপ পয়োমুচাং—মেঘমালা তাদের শিলীমুখাৎ ইতি—যে বাণসমূহ, তাদের অতিপ্রবল বর্ষণ, তার দ্বারা পীড়িত। ব্যস্ফূর্জয়ৎ—ঝলকিয়ে উঠল শার্ঙ্গনামক কৃষ্ণধনু।

কি করতে করতে ঝলকিয়ে উঠালেন,—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—নিষঙ্গাৎ—তূণ থেকে শরসমূহ এক এক করে তুলে নিয়ে—তৎপর ধনুকের গুণে সংযোজিত করত ঐ গুণ আকর্ষণ করে করে ঐ শরসমূহ ছুড়লেন, আর ঐ শরসমূহ রথাদি ধ্বংস করল।—নিরন্তরম্—এই 'নিরন্তর' কথাটি শ্লোকের সর্বক্রিয়া বিশেষণ। এ হেতু শর গ্রহণ-যোজন-আকর্ষণ নিক্ষেপ ধ্বংসন ক্রিয়া সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হলেও সদাই যেন প্রকাশিত আছে, এরূপ প্রতিভাত হচ্ছে দর্শকের চক্ষে, অর্থাৎ ক্ষণার্ধমধ্যে শতকোটি হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। যদ্বদলাতচক্রম্—অতঃপর আরও 'আলাতচক্রং' জলন্ত কাষ্ঠ ঘুরালে যথা চক্রের আকার নেয়, সেইরূপই শার্ঙ্গধনু মথুরার চতুর্দিকে সৈন্যদের অভিমুখে ঘুরতে ঘুরতে ব্যস্ফূর্জয়ৎ চক্রের আকার নিল ॥ বি॰ ২২-২৩-২৪ ॥

২৫-২৮। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা** ঃ সংছিদ্যেতি সার্দ্ধদ্বয়ম্। গুল্মাঃ স্তম্বাঃ অপ্রকাণ্ড-বৃক্ষজাতয়ঃ; অচ্ছুরিকা-শব্দো বৈদিকঃ, পঞ্চমস্কন্ধেঽপি (৩-৩) প্রযুক্তোঽস্তি—'অচ্ছুর্যামৃতমণি' ইত্যাদৌ। পরস্পরং হর্ষকরী বীরস্বাভাব্যান্মারয়ন্তাং মার্যমাণানাঞ্চানন্দপ্রদাঃ প্রবর্ত্তিতাঃ শ্রীভগবতৈব। যদ্বা, অসৃগাপগা এব পরস্পরং প্রবর্ত্তিতাঃ, মিলিত্বা মদ্দিতা ইত্যর্থঃ। তত্র প্রথমপক্ষে নির্ভিন্নকুম্ভা ইত্যাদিনা তৎপরাক্রমবর্ণনস্যৈব সোৎসাহমপক্রান্তত্বাৎ 'মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলঃ' (শ্রীভা. ১০।৫০।৩ ইত্যাদি-বক্ষ্যমাণাৎ পরস্পরং হর্ষকরীরিত্যব্যবহিতান্বয়াচ্চ; দ্বিতীয়পক্ষে তত্রৈব তাৎপর্য্যাৎ।

দুর্ম্মদান্ দুষ্টাহঙ্কারান্, সাক্ষাৎ শ্রীভগবতা সহ যুদ্ধাৎ; যদ্বা নিজবলাদিনা মহামত্তানপীত্যর্থঃ। তেজঃ পরাক্রমঃ; বিশিষ্টক্রীড়িতং লীলাবিশেষ ইত্যর্থঃ; যতঃ লীলয়া বসুদেবপুত্রয়োরপি অবাধিচারি-সর্ব্বৈশ্বর্য্যয়োঃ পরমিত্যনেন তত্র ভূভারহরণ-প্রয়োজনস্যানুষঙ্গিকত্বং ব্যঞ্জিতম্॥ জী০ ২৫-২৮॥

২৫-২৮। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদ** ঃ 'সংছিদ্যমান' থেকে পরস্পরম্ পর্য্যন্ত ২২ শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। গুল্মাঃ—ডালপালাহীন ছোট ছোট গাছের ঝাড়। অচ্ছুরিকা—এই শব্দটি বৈদিক—পঞ্চমস্কন্ধেও (৩/৩) শ্লোকে প্রযুক্ত হয়েছে, যথা 'অচ্ছুর্যামৃতমণি'। ২৫ শ্লোকের 'অসৃগাপগা' এবং ২৭ শ্লোকের 'প্রবর্ত্তিতা' এবং 'মনস্বিনাং হর্ষকরী পরস্পরম্' এই শব্দ কয়টিকে দুভাবে অন্বয় করত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যথা—'অসৃগাপগা মনস্বিনাং পরস্পর হর্ষকরী' অর্থাৎ শোণিত নদী বীরদের পরস্পর আনন্দপ্রদ হয়ে থাকে, তাই এদের বীরস্বভাব হেতু এই হত্যা ও ম্রিয়মান অবস্থা আনন্দপ্রদ হল পরস্পর রামকৃষ্ণের। অসৃগাপগা ভগবতা এব প্রবর্তিতা অর্থাৎ কৃষ্ণের দ্বারাই শোণিত নদী প্রবর্তিতা। অথবা শোণিত নদী সমূহই পরস্পর মিলে দলিতা হয়ে প্রবাহমানা হল।

উপরের প্রথমপক্ষের ব্যাখ্যায়—২৪ শ্লোকের 'নির্ভিন্নকুম্ভা' অর্থাৎ ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথমেই হস্তীর কুম্ভ বাণে কেটে ফেলা ইত্যাদির দ্বারা রামকৃষ্ণের সেই পরাক্রমই জরাসন্ধের উদ্যম (১০/৫০/৩) অপগমকারক হওয়া হেতু মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলঃ' (ভা. ১০/৫০/৩১) অর্থাৎ 'মুকুন্দের বল অক্ষত' ইত্যাদি বক্তব্য থাকায় 'পরস্পরং হর্ষকরী' এরূপ অন্বয় অচ্ছেদ্য। দ্বিতীয় পক্ষে ওখানেই তাৎপর্য নিহিত।

দুর্ম্মদান্—দুষ্ট অহঙ্কারী শত্রুকে, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের যুদ্ধ করা হেতু। অথবা নিজ সৈন্যাদি হেতু মহামত্ত হয়েও (বলদেবের গদাঘাতে মরল)। তেজঃ—পরাক্রম। বিক্রীড়িতং—'বি' বিশিষ্ট ক্রীড়ামাত্র অর্থাৎ লীলাবিশেষ। লীলাবিশেষ কেন? এরই উত্তরে বসুদেব পুত্র হয়েও অবিকল সর্বৈশ্বর্য বিশিষ্ট। পরম্—শ্রেষ্ঠ। এই শব্দের দ্বারা এই শত্রুসৈনা নাশে ভুভারহরণ প্রয়োজনেরও আনুষঙ্গিকত্ব ব্যঞ্জিত হচ্ছে॥ জী০ ২৫-২৮॥

২৫-২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : ততশ্চ সংছিদ্যমানানাং দ্বিপদাদীনাং অঙ্গেভ্যঃ প্রসূতা অসৃগাপগা রুধিরনদ্যঃ পরস্পরং কৃষ্ণ-রামাভ্যাং প্রবর্ত্তিতা ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। প্রসিদ্ধনদীরূপকমাহ,—

স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ
সমীহতেঽনন্তগুণঃ স্বলীলয়া।
ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহ-
স্তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে ॥ ২৯ ॥

২৯। **অন্বয়** ঃ সঃ অনন্তগুণঃ স্বলীলয়া ভুবনত্রয়স্য স্থিত্যুদ্ভবান্তং (সৃষ্টিস্থিতি সংহারান্) সমীহতে (করোতি) পরপক্ষনিগ্রহঃ তস্য ন চিত্রং (আশ্চর্যজনকং) তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য (মনুষ্যান্ 'অনুবিধত্তে' অনুকরোতি ইতি তস্য, মনুষ্যধর্মনুকুর্বত ইত্যর্থঃ কর্ম) বর্ণ্যতে (বর্ণনং ক্রিয়তে)।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ অতিক্ষুদ্র নীচের সহিত যুদ্ধে রস নিষ্পন্ন হবে কি করে? যদি না হয় তবে ইহার বর্ণনেরই বা কি প্রয়োজন, এরই উত্তরে—যে অনন্তগুণবিশিষ্ট ভগবান্ স্বলীলায় ত্রিভুবনের সৃষ্টিস্থিতি লয় করে থাকেন, তারপক্ষে এই সামান্য শত্রুপক্ষ কি আশ্চর্য নয়? না, নয়। কারণ এ তিনি করে থাকেন নরদেহে অবতীর্ণ হয়ে—নর অনুরূপ ব্যবহারে, ঐশ্বর্য আবিষ্কারে নয়।

ভূজা এবাহয়ো যাসু তাঃ। হতদ্বিপা এব দ্বীপাঃ অন্তর্বর্ত্তিন উচ্চপ্রদেশাঃ হয়া এব গ্রহা গ্রাহাশ্চ-লা স্তৈরাকুলাঃ ব্যাপ্তাঃ।

অচ্ছুরিকাশ্চর্ম্মাণি চক্রাণি বা তা এবাবর্ত্তাস্তৈর্ভয়নকাঃ। মহামণীনাং প্রবেকাঃ শ্রেষ্ঠা আভরণানি চ ক্রমেণ অশ্মানঃ শর্করাশ্চ যাসু তাঃ। মনস্বিনাং বীরাণাং হর্ষ'কর্ষ্যঃ।

অঙ্গ হে রাজন, তদ্বলং অর্ণববৎ দুর্গং ভৈরবঞ্চ দুরন্তপারং দুঃশব্দো নিষেধে, অন্তস্তলং পারমবধিঃ। বিক্রমেণাগাধং দেশতশ্চ নিরবধিকমিত্যর্থঃ। বস্তুবিচারে তয়োস্তৎ কর্ম্ম কেবলং বিক্রীড়িতং নতু পরাক্রমঃ ॥ বিং ২৫-২৮ ॥

২৫-২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর সংছিদ্যমান ইতি—সম্যক প্রকারে খণ্ডিত মানুষ-হস্তি-অশ্ব সকলের অঙ্গ থেকে রক্তপাতে শত শত রক্তনদী **পরস্পরং**—পরস্পর কৃষ্ণ-রামের দ্বারা প্রবর্তিত হল। প্রসিদ্ধ নদী-রূপক বলা হচ্ছে- উপমায় উভয়ের সাধারণ ধর্মটি উপলব্ধ হয় কিন্তু রূপকে উভয়ের অভেদই লক্ষীভূত] **ভুজাহয়ঃ**—বাহুই সর্প ঐ নদীতে। **হতদ্বিপদ্বীপ**—হত হস্তীই তথায় দ্বীপ। **হয়গ্রহা**- অশ্ব সকল [গ্রহা=হিংস্র জলজন্তু] —এ সবের দ্বারা **আকুলাঃ**—ব্যাপ্ত ঐ নদী।

অচ্ছুরিকা—চর্মচয় বা চক্রসমূহ—এই সকল হল ঐ নদীর ঘূর্ণিপাক - এই সকলের দ্বারা ভয়ঙ্কর হয়েছে নদীটি। **মহামণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ**—মহামণিচয়ের শ্রেষ্ঠ অলংকার বড়-ছোট পর্যায় অনুসারে প্রস্তর ও কাঁকর ঐ নদীতে। **মনস্বিনা**—বীরদের আনন্দপ্রদ হল ঐ নদী।

অঙ্গ—হে রাজন্। তদ্দুস্তরং ইতি—জরাসন্ধের সৈন্য সাগরবৎ 'দুর্গং' দুর্গম এবং 'ভৈরবং' ভয়ঙ্কর, 'দুরন্তপারং' অন্তপার শূন্য (দুঃশব্দ নিষেধে)—এই সমুদ্রের তট সীমাহীন। তল সীমাহীন। অর্থাৎ বিক্রমে অতি গম্ভীর, দেশতোবধিশূন্য। ইহা পার হলেন কি করে? এর উত্তর শ্লোকের 'বসুদেবপুত্রয়োঃ' বাক্যটির—'বসুদেব' শব্দের অর্থের মধ্যেই আছে, যথা বসুদেব=স্বপ্রকাশ বস্তু শ্রীভগবানের প্রকাশস্থান। কাজেই বস্তু বিচারে এই সৈন্যসাগর পার হওয়া রামকৃষ্ণের পক্ষে এক খেলা মাত্র ॥ বি০ ২৫-২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ নন্থ যদি জগদীশতা তর্হি কথং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রৈর্নীচৈর্যুদ্ধে রসঃ সিধ্যতি? ন চেত্তর্হি তদ্বর্ণনয়া চ কিম্? তত্রাহ স্থিতীতি; স্থিতৌ তস্য সাক্ষাল্লীলত্বাৎ তস্যাঃ প্রথমোক্তিঃ, য ইতি দ্বয়োরৈক্যাভিপ্রায়েণ। নন্থ কথমেকোঽনন্তানাং স্থিত্যাদি কুরুতে? তত্রাহ—অনন্তা গুণা সার্ব্বজ্ঞ্য-চাতুর্য্যাদয়ো যস্য সঃ, তচ্চ স্বকীয়য়া লীলয়ৈব, ন চ তত্তৎসাধনপ্রয়াসাদিনা; স্ব-শব্দেন তত্র পরম-স্বাচ্ছন্দ্যমুক্তম্। চিত্রমাশ্চর্য্যহেতুর্বিস্ময়ঃ; হেতুমতি হেতুত্বোপচারান্ন লিঙ্গত্যাগঃ এবং পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সিদ্ধান্তমাহ মর্ত্যানুবিধস্যেতি যস্তাদৃশালৌকিক-কর্ম্মাণ্যপি মনুষ্যলীলয়ৈব করোতি, ন ঐশ্বর্য্যাবিষ্কারাদিনা তস্যেত্যর্থঃ ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ—আচ্ছা কৃষ্ণ যদি জগদীশ্বর হন, তা হলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নীচের সহিত যুদ্ধে রস কি করে সাধিত হবে? যদি না হয়, তবে উহা বর্ণনেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? এরই উত্তরে, 'স্থিতীতি'—স্থিতিতেই কৃষ্ণের সাক্ষাৎ লীলাপরায়ণতা থাকায় 'স্থিতিরই' প্রথম উক্তি। কৃষ্ণবলরামকে উদ্দেশ্যে 'য' একবচনে বলা হল দুজনের ঐক্য অভিপ্রায়ে। আচ্ছা কি করে এক অনন্ত 'স্থিতি সৃষ্টি-লয়' করেন কি করে? এরই উত্তরে—তাঁর মধ্যে যে অনন্তগুণ, সর্বজ্ঞতা ও চাতুর্যাদি বর্তমান, তাই পারেন।—ইহা করেনও স্বলীলায়া—স্বকীয় লীলাতেই, সেই সেই সাধনপ্রয়াসাদি দ্বারা কিন্তু নয়। স্ব শব্দে তথায় পরম স্বাচ্ছন্দ বলা হল। চিত্রং—আশ্চর্য হেতু (লক্ষক) এখানে হেতুত্ব আরোপ করা হেতু লিঙ্গত্যাগ হয়নি অর্থাৎ 'চিত্র' শব্দের অর্থদ্যোতক সামর্থ ত্যাগ হয় নি।—এইরূপে 'কৃষ্ণেপক্ষে' এ কি চিত্র (আশ্চর্য) নহে। এই পূর্বপক্ষ আচ্ছাদিত করে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে, 'মর্ত্যানুবিধস্য' ইতি যে কৃষ্ণবলরাম ভুবনত্রয়ের স্থিতি সৃষ্টি লয়রূপ অলৌকিক কর্মসকলও মনুষ্যলীলা করে থাকেন, ঐশ্বর্য-আবিষ্কারাদি দ্বারা নয়, তাই তাদের পক্ষে আশ্চর্য নয় ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্থ, যদি জগদীশতা তদা কথং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রৈর্জীবৈঃ স্বস্যানুরূপৈঃ সহ যুদ্ধে রসঃ সিদ্ধ্যতি। নচেত্তর্হি তদ্বর্ণনয়া কিন্তত্রাহ,—স্থিতীতি। তর্হি কিমত্যাশ্চর্যমিব বর্ণিতং তত্রাহ, তথাপীতি। মর্ত্যানুবিধস্য মর্ত্যাঃ সন্ননুরূপমেব বিধত্ত ইতি মর্ত্যানুবিধস্তস্যায়মর্থঃ। যেন জগৎসৃষ্ট্যাদিকং করোতি তেনৈব যদি জরাসন্ধং হন্যতি তদা খল্বনুরূপত্বান্ন রসঃ। যদি চ মর্ত্যঃ সন্

জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্ ।
হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা ॥ ৩০ ॥

৩০। **অন্বয়** ঃ [হে রাজন্ !] রামঃ সিংহঃ সিংহমিবৌজসা হতানীকাবশিষ্টাসুং জগ্রাহ (গৃহিতবান্) (হতানি অনীকানী যস্য অবশিষ্টা "অসবঃ" প্রাণা যস্য তঞ্চ তঞ্চ) বিরথং মহাবলং জরাসন্ধং ।

৩০। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ ! অতঃপর অন্য তাদৃশ লীলা শোন, এই আশয় বলা হচ্ছে —সিংহ যেমন অপর সিংহকে ধরে সেইরূপ বলরাম বেগে থাবা দিয়ে ধরলেন হতসৈন্য, প্রাণমাত্র-অবশিষ্ট জরাসন্ধকে ।

জয়তি তদা মর্ত্যাসা প্রতিযোদ্ধা মর্ত্যোঽনুরূপ এব। তত্রাপ্যতিপ্রৌঢ়স্য জরাসন্ধস্য জয়াচ্চমৎকার ইতি রস এব ভবতি। নচ মর্ত্যদেহস্যাস্বরূপত্বং বাচ্যম্। পরমাত্মা নরাকৃতিঃ। "নরাকৃতি পরব্রহ্ম হরিঃ কারণ-মানুষ" ইতি "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম" ইতি শ্রবণাৎ ॥ বি॰ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ. আচ্ছা যদি কৃষ্ণের জগদীশ্বরত্ব, তাহলে তৎকালে কি করে নিজের অনুরূপ নয় এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সহিত যুদ্ধে রস সিদ্ধ হয় ? যদি না হয়, তাহলে সেকথা বর্ণনার কি প্রয়োজন ? এরই উত্তরে—স্থিতি ইতি। তা হলে কি অত্যাশ্চের মত বর্ণিত হয়েছে ? 'তথাপি ইতি'। মর্ত্যানুবিধস্য—যিনি মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের অনুরূপই ব্যবহার করেন তার, অর্থাৎ মর্তানুবিধ কৃষ্ণের। যে 'অমর্তা' দেহে জগৎসৃষ্টাদি করে থাকেন, তার দ্বারাই যদি জরাসন্ধকে জয় করতেন, তা হলে নিশ্চয়ই অনুরূপ না হওয়ায় রস হত না। আরও, যদি 'মর্ত্য' হয়েই জয় করলেন মর্ত্যের প্রতিযোদ্ধা মর্তা অনুরূপই তো উপযুক্ত। তার মধ্যে আবার অতি প্রৌঢ় জরাসন্ধের জয় করা হেতু 'চমৎকার' রসই হয়েছে এখানে এ কথাও বলা চলবেনা যে মর্তাদেহের স্বরূপত্ব নেই। কারণ শাস্ত্রপ্রমাণে স্বরূপত্বই সিদ্ধ, যথা—পরমাত্মা নরাকৃতি। 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম হরি কারণ মানুষ"—"যন্মিত্র পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম" ॥ বি॰ ২৯ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** ঃ অতোঽন্যচ্চ তাদৃশং তচ্চরিতং শৃণ্বিত্যাহ—জগ্রাহেতি। ওজসা বেগেনেত্যর্থঃ। সিংহঃ সিংহমিবেতি—মর্ত্যানুবিধতয়া সাম্যাভিপ্রায়াৎ ; অতো মহাবলত্বমপি তদপেক্ষয়ৈব, ন ত্বৈশ্বর্য্যাপেক্ষয়া। মহাবলমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ জী॰ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ** ঃ হে রাজা পরীক্ষিত ! অতঃপর অন্য তাদৃশ লীলা শোন, এই আশয়ে বলতে লাগলেন —জগ্রাহেতি—বলরাম জরাসন্ধকে থাবা দিয়ে ধরলেন— 'ওজসা' বেগে, সিংহ যেমন অপর সিংহকে ধরে। সাম্য অভিপ্রায় থাকায় মানুষের অনুরূপ ভাবেই

বধ্যমানং হতারাতিং পাশৈর্ব্বারুণমানুষৈঃ।
বারয়ামাস গোবিন্দস্তেন কার্য্যচিকীর্ষয়া ॥ ৩১ ॥

৩১। অন্বয় ঃ গোবিন্দঃ তেন (জরাসন্ধেন) কার্যচিকীর্ষয়া ('কার্যং' হননার্থং ভূভার-সৈন্যসম্মেলনং, তস্য চিকীর্ষা কর্তুমিচ্ছা তয়া) হতারাতিং (হতাঃ অরাতয়ঃ যেন তং জরাসন্ধং) বারুণমানুষৈঃ (বারুণৈঃ মানুষৈশ্চ) পাশৈঃ বধ্যমানং [জরাসন্ধং] বারয়ামাস (বন্ধনাৎ মোচয়ামাস)।

৩১। মূলানুবাদ ঃ শত্রুবিনাশী জরাসন্ধকে নিমিত্ত করত ভূভারস্বরূপ সৈন্যসমাবেশ ঘটানোর ইচ্ছায় গোবিন্দ রামের দিব্যবারুণ ও লৌকিক মানুষ পাশে বধ্যমান জরাসন্ধকে উদ্ধার করলেন।

ধরলেন—কাজেই দেখা যাচ্ছে, বলরাম মহাবলশালী হয়েও মনুষ্যভাব রক্ষার অপেক্ষা রেখেই ধরলেন ভগবৎ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা রেখে নয় কিন্তু। কোথাও পাঠ 'মহাবলম্' আছে। ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ হতানীকশ্চাসৌ অবশিষ্টা অসব এব যস্য সচ তম্। ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হতাধীকাবশিষ্টাসুং- যার সৈন্যদল হত হয়েছে, প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে, সেই জরাসন্ধ ॥ বি০ ৩০ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ মানুষীয়ৈস্ত্যস্তাপমানার্থম্। গোবিন্দ ইতি পূর্ব্ববৎ। অতএব তেন জরাসন্ধেন কৃত্বা যৎ কার্য্যং হননার্থং ভূভারসৈন্য-সংমেলং, তস্য চিকীর্ষয়া বারয়ামাস; মহারাজোঽয়ং সন্ধন্ধী চ, ততোঽধুনা কৃতাপরাধোঽপি ত্যাজ্যেতেতি রামস্তমত্রায়তেত্যর্থঃ। অত্র প্রকরণপ্রাপ্তস্য রামস্য 'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ' (পা ১-৪-২৫) ইত্যনেনাপাদানত্বং, গোভ্যো যবান্ বারয়তীতিবৎ ॥ জী০ ৩১ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ বারুণ-মানুষৈঃ—দিব্য ও লৌকিক অস্ত্র ব্যবহার করলেন—(দৃঢ় বন্ধনের জন্য) ও লোক সমাজে অত্যন্ত অপমানের জন্য। গোবিন্দ- গাং পৃথ্বীং বিন্দতি ইতি পৃথিবীকে পালন করে ইতি গোবিন্দ, ভূভার হরণের জন্য পৃথিবীতে সাক্ষাৎই অবতীর্ণ'। অতএব জরাসন্ধকে নিমিত্ত করে কার্য্যচিকীর্ষয়া—বধের জন্য ভূভার স্বরূপ সৈন্যের সমাবেশ করার ইচ্ছায় বন্ধনোদ্যত বলরামকে নিবারণ করলেন।—ইনি রাজা আমাদের আত্মীয়ও বটে, সুতরাং কৃতপরাধ হলেও ছেড়ে দেওয়াই উচিত। —এইরূপ বলে বলরামের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলেন ॥ জী০ ৩১ ॥

স যুক্তো লোকনাথাভ্যাং ব্রীড়িতো বীরসম্মতঃ।
তপসে কৃতসঙ্কল্পো বারিতঃ পথি রাজভিঃ ॥ ৩২ ॥

বাক্যৈঃ পবিত্রার্থপদৈর্নয়নৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্বকর্ম্মবন্ধপ্রাপ্তোঽয়ং যদুভিস্তে পরাভবঃ ॥ ৩৩ ॥

৩২-৩৩। **অন্বয়** ঃ লোকনাথাভ্যাং [রামকৃষ্ণাভ্যাম্] মুক্তঃ অতএব ব্রীড়িতঃ বীরসম্মতঃ স (জরাসন্ধঃ) তপসে (তপস্যাং কর্তুং) কৃতসঙ্কল্পঃ, পথি রাজভিঃ [অনৈঃ নৃপতিভিঃ] বারিতঃ (তপসঃ নিবারিত বভূব) পবিত্রার্থপদৈঃ (ধর্মোপদেশপরাণি পদানি যেষু তৈঃ) বাক্যৈ, অপি (অপিচ) যদুভিঃ (অল্পকৈঃ যাদবৈঃ) তে (তব মহতঃ) অয়ং পরাভবঃ স্বকর্মবন্ধপ্রাপ্ত (কবলং নিজ কর্মবন্ধেন প্রাপ্তঃ) প্রকৃতৈঃ নয়নৈঃ (লৌকিক নীতিভিশ্চ) বারিতঃ (নিবারিত বভূব)।

৩২-৩৩। **মূলানুবাদ** ঃ লোকনাথ রামকৃষ্ণ কর্তৃক মুক্ত হয়ে বীর-অনুমত লজ্জায় জরাসন্ধ তপস্যা করতে কৃতসঙ্কল্প হল।

বনপথে শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ তাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন—'হে মহারাজ অতিক্ষুদ্র যাদবদের কাছে আপনার এই পরাভব স্বকর্মফল বশতঃই হয়েছে, বীর্যাদির অভাব থেকে নয় এতে, আপনার লজ্জার কি আছে? —এইরূপ ধর্মোপদেশযুক্ত, লৌকিক নীতিপূর্ণ বাক্যে জরাসন্ধ তপস্যার সঙ্কল্প থেকে নিবারিত হল।

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ হতারাতিং হতপ্রায়মরাতিং কার্য্যং বধ্যানাং ভূভারভূতানাং সৈন্যানামেকত্র সংমেলনং তস্যৈব পুনঃ পুনস্তদ্দ্বারা চিকীর্ষয়া ॥ বি০ ৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বধ্যমানং হতারাতিং—যার দ্বারা শত্রু হতপ্রায় হয়েছে, (সেই জরাসন্ধকে)। [বলদেব—যার দ্বারা বহু শত্রু বধ হয়েছে, সেই জরাসন্ধকে।] কার্য্যচিকীর্ষয়া—ভূভার ভূত বধের যোগ্য সৈন্যদের একত্র সমাবেশ, এরই পুনঃপুনঃ, তদ্দ্বারা কার্যসাধন ইচ্ছায়। ॥ বি০ ৩১ ॥

৩২-৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ স মুক্ত ইতি যুগ্মকম্। লোকনাথাভ্যামিতি পূর্ব্বোক্তরীত্যা লোকহিতার্থমেবেতি ভাবঃ। অথ চ মহাশয়ত্বাৎ ঝটিতি তদ্বন্ধনে ত্বনাগ্রহশ্চ দর্শিতঃ; যতো বীরাণাং সম্মতঃ, অতো বন্ধে, ততোঽপি মোচনে ব্রীড়িতঃ; অতএব তপসে উদ্যতঃ। কথং যাদববলাদপি মম পরাজয়ঃ? তত ইতঃ ক্ষাত্রধর্ম্মং ন করিষ্যামি, কিন্তু তপসৈব শরীরং ত্যক্ষ্যামীতি বহিরভিমানজ্ঞাপনায়, অন্তস্তু বীর্য্যাতিশয়লাভায়েতি জ্ঞেয়ম্। পথি বনবর্ত্মনি তপোঽর্থমাশ্রিতে ॥

পবিত্রার্থপদৈঃ—ক্ষত্রিয়স্য বার্দ্ধক্য এব বৈরাগ্যে সতি তপঃ; যুদ্ধাদিকমেব মুখ্যো ধর্ম্মঃ, লজ্জয়া

তস্ত্যাগোঽনুচিত ইত্যাদি-লক্ষণৈঃ, যুদ্ধে কদাচিৎ জয়ঃ, কদাচিৎ পরাজয়োঽপি, তেন নির্ব্বেদঃ ক্ষত্রিয়-স্যাযোগ্য ইত্যাদি লক্ষণৈর্নয়নৈশ্চ। চ এবার্থে, স্বকর্ম্মবন্ধত এব প্রাপ্তঃ, ন তু বীর্য্যাদ্যভাবতঃ। অয়মিতি পাঠেঽন্যো ন ভাবীতি ভাবঃ। অন্যত্রৈঃ। যদ্বা, তত্র পবিত্রার্থপদান্যাহ— স্বেতি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্মেত্যাদি-শাস্ত্রীয়ন্যায়ানুগৃহীতত্বাৎ পবিত্রার্থপদত্বম্; প্রাকৃতৈরিতি যুদ্ধে বীরস্য মরণমপি শ্রেয়ঃ, ন তু তত্রাসক্ত্যাদিনা তপ ইত্যাদি-লক্ষণৈঃ। অন্যৎ সমম্। ॥ জী০ ৩২-৩৩ ॥

৩২-৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** লোকনাথাভ্যাং— এখানে 'লোকনাথ' শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য পূর্বে সর্বলোকনাথ হওয়া হেতু জরাসন্ধের মঙ্গলের জন্যই তাকে মুক্ত করা হল, এতে পূর্বোক্ত রীতিতে তার পুনঃপুনঃ শ্রীভগবৎদর্শন সিদ্ধি হেতু। অতঃপর শ্রীভগবান মহাশয় অর্থাৎ শমদমাদিগুণযুক্ত হওয়া হেতু ঝটিতি তার বধে অনাগ্রহও দর্শিত হল। যেহেতু বীরদের সম্মত, তাই বন্ধনেও তার থেকেও বন্ধনমুক্তিতে লজ্জা হল। অতএব 'তপসে' তপস্যা করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। যাদব সৈন্যের কাছে আমার পরাজয় হল কেন? তাই এরপর আর ক্ষত্রিয়ের ধর্মে চলব না, তপস্যা দ্বারাই শরীর ত্যাগ করব। এর বাইরের অর্থ তো অভিমান জানাবার জন্য— অন্তরের অর্থে তো বীর্যাতিশয় লাভের জন্য, এরূপ জানতে হবে। পথি— তপস্যা করার জন্য আশ্রিত বন পথে (অন্যান্য নৃপতিদের দ্বারা নিবারিত)।

পবিত্রার্থপদৈঃ—ক্ষত্রিয়ের বার্দ্ধক্যেই বৈরাগ্য হলে তপস্যা, যুদ্ধাদিই মুখ্য ধর্ম, লজ্জায় এ

ত্যাগ অনুচিত ইত্যাদি লক্ষণ বাক্যে। [পাঠ দুপ্রকার—'নর্য়নৈঃ স্বকর্মবন্ধপ্রাপ্তোঽয়ং' নর্য়নৈশ্চ স্বকর্মবন্ধপ্রাপ্তঃ] কদাচিৎ জয়, কদাচিৎ পরাজয়ও হয়—এতে নির্বেদ ক্ষত্রিয়ের অযোগ্য ইত্যাদি লক্ষণ নীতিবাক্যেও। **স্বকর্ম্মবন্ধপ্রাপ্তোঽয়ং** - চ এব অর্থে। এই পরাজয় স্বকর্মবন্ধ থেকেই প্রাপ্ত, বীর্যাদি অভাব থেকে নয়। **প্রাকৃতৈরপি নয়নৈশ্চ** —'চ' এব অর্থে। 'স্বকর্মবন্ধপ্রাপ্তোঽয়ং পাঠে এই পরাভবই হয়, অন্য কিছু নয় [স্বামিপাদের টীকার 'পবিত্রার্থানি 'স্ব' ইতি' অর্থাৎ ধর্মোপদেশপর পদসকল, যাতে সেই বাক্যনীতি দ্বারা—প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক ইত্যাদি—সেই টীকার লৌকিক ন্যায় বলা হয়েছে স্বকর্ম ইতি'] অথবা 'কর্ম' অবশ্যই ভোক্তব্য কৃতকর্ম ইত্যাদি শাস্ত্রীয় ন্যায় প্রতিপালন করা হেতু পবিত্রার্থ পদরূপে ব্যক্ত হয়েছে। **প্রাকৃতৈরিতি**—যুদ্ধে বীরের মরণই শ্রেয়। তপস্যা ইত্যাদি লক্ষণ আসক্তি প্রভৃতি দ্বারা কিন্তু নয়। আর কিছু এই রকম ব্যাখ্যা ॥ জী০ ৩২-৩৩ ॥

৩২-৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** লজ্জিতত্বে হেতুঃ বীরসম্মত ইতি ॥

পবিত্রাণি তত্ত্বোপদেশপরাণি। অর্থাঃ পদানি চ যেষু তৈঃ। নয়নৈর্নীতিভিঃ প্রাকৃতৈর্লৌকিকৈঃ। তত্র তত্ত্বোপদেশমাহুঃ,—স্বকর্মেতি। তবৈতৎ পরাভবদুঃখং ললাটোল্লিখিতমেব তৎ কথমন্যথা ভবতি "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম" ইতি স্মৃতেঃ। এতদ্ব্যঙ্গেনার্থেন নীতিশ্চাহুঃ। সচার্থো যথা

হতেষু সর্ব্বানীকেষু নৃপো বার্হদ্রথস্তদা।
উপেক্ষিতো ভগবতা মগধান্ দুর্ম্মনা যযৌ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। **অন্বয়** : সর্বানীকেষু (সর্বসৈন্যেষু) হতেষু তদা ভগবতা উপেক্ষিতঃ নৃপঃ বার্হদ্রথঃ (বৃহদ্রথঃ পুত্রঃ জরাসন্ধঃ) দুর্মনা (দুঃখিতচিত্তঃ সন্) মগধান্ (মগধরাজ্যং) যযৌঃ (গতবান)।

৩৪। **মূলানুবাদ** : রাজচক্রবর্তী বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ পিতার নাম প্রচারকারক। অতএব তৎকালে সকল সৈন্য হত হলে অভিমানের অবস্থায় থাকা হেতু কৃষ্ণের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে দুঃখিতচিত্ত হয়ে মগধরাজ্যে চলে গেল।

যত্তেষ পরাভবস্তে প্রারব্ধকর্ম্মাধীন এব তর্হি কা তে লজ্জা, কঃ খলু বুদ্ধিমানতিক্ষুদ্রাৎ যাদবাদপি ত্বাং দুর্ব্বলং মংস্যতে যাদবেন সহ যুদ্ধে তব জয়ে সতি ন কিমপি যশঃ পরাজয়েঽপি ন কাচিল্লজ্জা। জরাসন্ধসিংহো হি কৃষ্ণসারং জিত্বাপি ন কমপ্যুৎকর্ষমজিত্বাপি ন কামপি নিন্দাং প্রাপ্নোতীতি বয়ং জানীমঃ। সমকক্ষেণাপি সহযুদ্ধে জয়-পরাজয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়ৈ র্ন গর্ব্বদৈন্যে ধার্য্যে, কিমুত স্বতোঽতিন্যূনেনেতি শাস্ত্রমিতি ॥ বি॰ ৩২-৩৩ ॥

৩২-৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** : ব্রীড়িতঃ—লজ্জিত, এতে হেতু বীরসম্মত। বীর সমাজে সম্মত হল যুদ্ধে মরণ, বন্ধন-মুক্তি নয়, তাই বন্ধন-মুক্তিতে লজ্জা হল। পবিত্রাণি—তত্ত্বোপদেশ পর অর্থ ও পদসকল যাতে আছে সেইসকল নয়বৈঃ—প্রাকৃত-লৌকিক নীতি বাক্যে নিবারিত হল। তথায় তত্ত্বোপদেশ বলা হচ্ছে—স্বকর্ম ইতি অর্থাৎ আপনার এই পরাভব-দুঃখ ললাট লিখন নিশ্চয় তা অন্যথা হবে কি করে—'কৃতকর্মফল অবশ্য ভোক্তব্য'—ইতি স্মৃতি।—ইহা ব্যঙ্গার্থের দ্বারা (মুখ্যার্থাদি ব্যতীত ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা অন্য অর্থ প্রকাশ দ্বারা) নীতি বলা হল।—সেই অর্থ বলা হচ্ছে, যথা—যদি এই পরাভব আপনার প্রারব্ধ কর্মাধীনই, তা হলে আপনার লজ্জা কি? কোন্ বুদ্ধিমান অতিক্ষুদ্র যাদবদের থেকে আপনাকে দুর্বল মনে করতে পারে? যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধে আপনার জয় হলেও কোনও যশ হত না, পরাজয়েও কোন লজ্জাও নেই। জরাসন্ধ সিংহ কৃষ্ণসারমৃগকে জিতলেও কোনও উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত হত না। হেরে গেলেও কোনও নিন্দাও প্রাপ্ত হয় নি,—এরূপই তো আমরা জানি। সমকক্ষের সহিতও যুদ্ধে জয় পরাজয়ের দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ গর্ব-দৈন্য ধার্য করেন না। প্রতিপক্ষ স্বতঃ অতি ন্যূন হলে যে করেন না, এতে আর বলবার কি আছে ॥ বি॰ ৩২-৩৩ ॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা** : হতেষ্বিতি ত্রিকম্। নৃপতির্বার্হদ্রথঃ রাজচক্রবর্ত্ত্যয়ং, তদপত্যমিতি তন্নাম-বিখ্যাপক ইত্যর্থঃ; অতএব সাভিমানত্বাদুপেক্ষিতোঽপি দুর্ম্মনাঃ দুঃখিতচিত্তঃ। ॥ জী॰ ৩৪ ॥

মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলো নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ।
বিকীর্য্যমাণঃ কুসুমৈস্ত্রিদশৈরনুমোদিতঃ ॥ ৩৫ ॥

মাথুরৈরুপসঙ্গম্য বিজ্বরৈর্মুদিতাত্মভিঃ।
উপগীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

৩৫-৩৬। অন্বয় ঃ অক্ষতবলঃ ('অক্ষতঃ' অবিনষ্টং 'বলং' সৈন্যমণ্ডলম্ যস্য তাদৃশঃ) নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ ('নিস্তীর্ণঃ' অনায়াসেনৈব তীর্ণঃ অরীণাং বলমেবার্ণবঃ যেন সঃ) মুকুন্দোঽপি ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ) অনুমোদিতঃ (সাধু সাধু ইতি অনুমোদিতঃ) কুসুমৈঃ বিকীর্যমানঃ (পুষ্প বর্ষণেন পূজিতঃ) বিজ্বরৈঃ ('জ্বরঃ' শ্রীভগবদ দর্শনাদিনা 'বি' বিগতঃ তাপঃ যেষাং তৈঃ, তথাভূতৈঃ) [অতঃ] মুদিতাত্মাভিঃ মাথুরৈঃ উপসঙ্গম্য (মিলিত্বা) সূতমাগধবন্দিভিঃ (সূতৈঃ মাগধৈঃ বন্দিভিশ্চ) উপগীয়মান বিজয়ঃ যস্য সঃ তাদৃশ সন্ যযৌ (৩৪ শ্লোক)।

৩৫-৩৬। মূলানুবাদ ঃ মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণও নিজ সৈন্যনিবহকে অক্ষত রাখিয়া শত্রুসৈন্য-সাগর অনায়াসে পার হইত, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে বিগত সন্তাপ সুতরাং আনন্দিত মথুরাবাসীজনদের সহিত মিলিত হয়ে পুরমধ্যে যেতে লাগলে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করে জয় জয় ধ্বনি দিয়ে তাদের কার্যের অনুমোদন করলেন। সূত-মাগধ-বন্দিগণ বিজয় গানে তাদিগে বিভূষিত করতে লাগলেন।

৩৪। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ নৃপতিবার্হদ্রথঃ—'বৃহদ্রথ' রাজচক্রবর্তী, এর পুত্র জরাসন্ধ এই জরাসন্ধ পিতার নাম বিশেষভাবে ঘোষণাকারী। অতএব তৎকালে গর্বেস্ফীত অবস্থায় থাকা হেতু কৃষ্ণের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে দুর্ম্মনাঃ - দুঃখিতচিত্ত হল। [সনাতন—'নৃপতি' সম্রাট তথাচ বৃহদ্রথস্য পুত্র অতএব উপেক্ষায় 'দুর্ম্মনাঃ' দুঃখিতচিত্ত হল, পুনরায় কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধেচ্ছা চলে না, যাওয়া হেতু।] ॥ জী॰ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বার্হদ্রথো বৃহদ্রথপুত্রো জরাসন্ধঃ ॥ বি॰ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বার্হদ্রথো—বৃহদ্রথপুত্র জরাসন্ধ ॥ বি॰ ৩৪ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকা ঃ মুকুন্দ ইতি জরাসন্ধমোচনাভিপ্রায়েণ, নিস্তীর্ণেতি মর্ত্ত্যানুবিধত্বাৎ।

মুকুন্দোঽপি মাথুরৈঃ সহাভিমুখ্যেন সঙ্গম্য যযাবিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ; মধুপুরীমিতি শেষঃ। তাদৃশবর্ণিতপ্রাবীণ্যাৎ পরাস্ত্রাদিভির্ন ক্ষতমেব বলং যস্য সঃ; জয় জয়েত্যাদ্যনুমোদিতঃ ॥ জী॰ ৩৫-৩৬ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ মুকুন্দ - মুক্তিদাতা, জরাসন্ধের মুক্তি অভি-

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্য্যাণ্যনেকশঃ ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গানি পুরং প্রবিশতি প্রভৌ ॥ ৩৭ ॥

সিক্তমার্গাং হৃষ্টজনাং পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্ ।
নির্ঘুষ্টাং ব্রহ্মঘোষেণ কৌতুকাবদ্ধতোরণাম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৭-৩৮। **অন্বয়** ঃ প্রভৌ (শ্রীকৃষ্ণে) সিক্তমার্গাং ('সিক্তাঃ' চন্দনজলাদিভিঃ সংসিক্তাঃ মার্গাং যস্যাং তাং) হৃষ্টজনাং (হৃষ্টাঃ জনাঃ যস্যাং তাং) পতাকাভিঃ অলঙ্কৃতাং ব্রহ্মঘোষেণ (বেদঘোষেণ) নির্ঘুষ্টাং (নিতরাং নিনার্দিতাং) কৌতুকাবদ্ধ তোরণং ('কৌতুকেন' উৎসবেন 'আ' সর্বতোবদ্ধানি তোরণানি যস্যাং তাং) পুরং প্রবিশতি [সতি] শঙ্খদুন্দুভয়ঃ (শঙ্খাশ্চদুন্দুভয়শ্চ) ভেরীতূর্য্যানি অনেকশঃ নেদুঃ।

৩৭-৩৮। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণের পুরপ্রবেশকালে দিব্যবস্ত্র পরিহিত হৃষ্টজনগণ চন্দন জলে রাজপথ সকল ধুইয়ে দিলেন। পুরী সুসজ্জিত হয়ে উঠল পতাকাশ্রেণীতে ; তোরণ বাঁধা হল কৌতুকে, অতিশয় নিনাদিত হতে থাকল বেদধ্বনিতে। আর অসংখ্য শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ-সকল বেজে উঠল।

প্রায় হেতু এই নামের ব্যবহার—বিস্তীর্ণ—পার হলেন সৈন্যসাগর, নরলীলা অনুরূপভাবে, তাই এই শব্দের ব্যবহার।

মাথুরৈরুপ সঙ্গম্য - মুকুন্দও মথুরাবাসীদের সহিত **উপসঙ্গম্য**—নিকটে মিলিত হয়ে যযৌ ইতি (৩৪ শ্লোক) অন্বয় পুরীম্—মধুপুরীতে প্রবেশ করলেন। **অক্ষতবলো**—তাদৃশ প্রশংসিতদক্ষতা হেতু শত্রুর অস্ত্রাদি দ্বারা বল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নি। **অনুমোদিত**—জয়তি জয়তি ধ্বনি দিয়ে অনুমোদিত। [সনাতন—'মাথুরৈঃ' যাদবদের সহিত কিরূপ যাদবদের সহিত ? এরই উত্তরে যারা সম্মুখে ভগবানের সহিত মিলিত হয়ে **বিজ্বরৈঃ**—বিগত জ্বর অর্থাৎ শ্রীভগবৎ দর্শনাদিদ্বারা যাদের তাপ চলে গিয়েছে তাদের সহিত।] ॥ জী০ ৩৫-৩৬ ॥

৩৫-৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মুকুন্দোঽপি যযাবিত্যনুষঙ্গঃ ॥ বি০ ৩৫-৩৬ ॥

৩৫-৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ 'মুকুন্দোঽপি যযৌ' এইরূপ অন্বয় করেই এই শ্লোকত্রয় শ্লোক ব্যাখ্যা ॥ বি০ ৩৫-৩৬ ॥

৩৭-৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ শঙ্খেতি যুগ্মকম্। অনেকশ ইত্যস্য সর্ব্বৈরপ্যন্বয়ঃ। হৃষ্টেতি দিব্যবস্ত্রাদি-ধারণঞ্চ সূচয়তি, কৌতুকেতি, কৌতুকেনেত্যর্থঃ। তৃতীয়া লুক্ ছান্দসঃ ; অতঃ সর্ব্বত্রাপি যোজ্যম্ ॥ জী০ ৩৭-৩৮ ॥

নিচীয়মানো নারীভির্ম্মাল্যদধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ।
নিরীক্ষ্যমাণঃ সস্নেহং প্রীত্যুৎকলিতলোচনৈঃ ॥ ৩৯ ॥

আয়োধনগতং বিত্তমনন্তং বীরভূষণম্।
যদুরাজায় তৎ সর্ব্বমাহৃতং প্রাদিশৎ প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

৩৯-৪০। **অন্বয়** ঃ [সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পুরীমধ্যে] নারীভি মাল্য দধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ (মাল্যানি, দধীনি, 'অক্ষতাঃ' যবাঃ, 'অঙ্কুরাণি' দুর্বাঅঙ্কুরাণি চ তৈঃ) নিচীয়মানঃ (বিকীর্যমানঃ) প্রীত্যুৎকলিত-লোচনৈঃ (প্রীতিপ্রফুল্লনয়নৈঃ) সস্নেহং নিরীক্ষ্যমাণঃ (সন্ প্রাবিশৎ ইতি শেষং)।

আয়োধনগতং (রণভূমিস্থং) বীরভূষণং অনন্তং বিত্তং আহৃতং (জনৈরানীতং) তৎসর্ববিত্তং যদু-রাজায় প্রাদিশৎ (উপহৃতবান্)।

৩৯-৪০। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণ নগর মধ্যে প্রবেশ করলে পুরনারীগণ তাঁর উপর মালা-দধি-যব-দুর্বাঙ্কুর ছিটিয়ে অভ্যর্থনা করত তাঁর দিকে সস্নেহে চেয়ে থাকলেন প্রীত্যুৎফুল্ল নয়নে।

রণক্ষেত্রে পতিত বীরগণের দেহস্থ যে অনন্ত আভরণ আহৃত হয়েছিল তা সমস্তই কৃষ্ণ যদুরাজ উগ্রসেনকে উপহার দিলেন।

৩৭-৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ শঙ্খ ইতি দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **অনেকশঃ**—বহু বহু। এই শব্দটি সর্বত্রই অন্বিত হবে।

'হৃষ্টইতি' দিব্যবস্ত্রাদি ধারণও সূচিত হচ্ছে। কৌতুক ইতি কৌতুকাবদ্ধ— কৌতুকেন (অ০ দ্ধ)। অতএব এই 'কৌতুক' বাক্যটি সর্বত্রই অন্বিত করণীয় ॥ জী০ ৩৭-৩৮ ॥

৩৭-৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পুরং বিশিনষ্টি সিক্তমার্গামিত্যাদিনা ॥ বি০ ৩৭-৩৮ ॥

৩৭-৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ মথুরাপুরীকে সিক্তমার্গ ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষিত করা হচ্ছে ॥ বি০ ৩৭-৩৮ ॥

৩৯-৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ কীদৃশঃ সন্ প্রবিবেশ? তত্রাহ—নিচীয়েতি। প্রীত্যা হর্ষেণ উৎকলিতৈর্বিকসিতৈর্লোচনৈঃ কৃত্বা। অত্র টীকায়াং বিপরিণতানুসঙ্গ ইতি 'পুরং প্রবিশতি প্রভৌ' ইতি পূর্ব্বোক্ত-শতৃপ্রত্যয়স্য সপ্তম্যাশ্চ বিপরিণামাৎ; যদ্বা, নিচীয়মান ইতি পরেণ যুগ্মকম্ ॥

বীরাণাং ভূষণং গাত্রালঙ্করণম্, অতএবানন্তং, তেষামতিবাহুল্যাদগণনয়া মহাসম্পন্নত্বান্মূল্যেন চানি-রূপ্যমিত্যর্থঃ। আহৃতং জনৈরানায়িতং, যদুরাজায় স্বয়মেব তথা স্থাপিতায়োগ্রসেনায়ৈব, প্রকর্ষেণ রাজযোগ্যাদরপূর্ব্বকমদিশৎ উপহৃতবান্; যতঃ প্রভুঃ স্বয়ং তদ্বৈভবানপেক্ষঃ স্বমর্য্যাদাপালনপরশ্চেত্যর্থঃ। ॥ জী০ ৩৯-৪০ ॥

এবং সপ্তদশকৃত্বস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ।
যুযুধে মাগধো রাজা যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ৪১ ॥

৪১। **অন্বয়** ঃ এবং রাজা মাগধো তাবত্যক্ষৌহিণী বলঃ (তাবতীভিচ্ছেদঃ তাবতি পরাজয়ে বর্তমানেঽপি অক্ষৌহিণ্যোক্তাবলং যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) কৃষ্ণপালিতৈঃ যদুভিঃ (যাদবৈঃ সহ) সপ্তদশ কৃত্বঃ (সপ্তদশবারান্) যুযুধে (যুদ্ধং কৃতবান্) ।

৪১। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে তৎসংখ্যক পরাজয়ে তৎসংখ্যক সৈন্য মারা গেলেও ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যসঙ্গে মগধরাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণপালিত যাদবগণের সহিত সপ্তদশবার যুদ্ধ করলেন ।

৩৯-৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ কিরূপ অভর্থনার মধ্যে কৃষ্ণ পুরি প্রবেশ করলেন ? এরই উত্তরে, **নিচীয়মানো**—তখন পুরনারীগণের দ্বারা দধ্যাদি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল তাঁর উপর **প্রীত্যুৎকলিতৈঃ লোচনৈঃ**—প্রীত্যুৎফুল্ল নয়ন নারীগণের দ্বারা। এই শ্লোকের শ্রীধর টিকার 'বিপরিণতানুষঙ্গ ইতি এই কথার তাৎপর্য হল—পূর্ব্বোক্ত ৩৭ শ্লোকের 'পুরং প্রবিশতি প্রভৌ' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের পুরী প্রবেশকালে' পূর্বোক্ত শতৃপ্রত্যয়ের সপ্তমীতে পরিবর্ত্তন হেতু—এই শ্লোকে অর্থ হবে—শ্রীকৃষ্ণের পুরী প্রবেশ হলে। অথবা 'নিচীয়মান ইতি' ৩৯ শ্লোকটি পরবর্তী ৪০ শ্লোকের সহিত যুগল।

বীরদের **ভূষণং**—গাত্রালঙ্কার, অতএব অনন্ত। অতি বাহুল্য হেতু গণনায় এবং অতি বিশিষ্ট হওয়া হেতু মূল্যে এই অলঙ্কার নিরূপণীয় নয়। **আহৃতং**—জনের দ্বারা আনিত। **যদুরাজায়**—যদুরাজকে অর্থাৎ কৃষ্ণ নিজেই সেইরূপে যাকে স্থাপিত করেছেন, সেই উগ্রসেনকেই **প্রাদিশৎ**—[প্র+আদিশৎ] রাজযোগ্য আদরপূর্বক 'আদিশৎ' উপহার দিলেন। যেহেতু **প্রভুঃ**—অর্থাৎ নিজে সেই বৈভব সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থেকে সমর্যাদা-পালনপর ॥ জী০ ৩৯-৪০ ॥

৩৯-৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নিচীয়মানঃ বিকীর্যমাণঃ **প্রভুঃ** প্র বিশদিতি বিপরিণতানুষঙ্গ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। যদ্বা, প্রাদিশদিতি পরেণান্বয়ঃ ॥

আয়োধনং যুদ্ধভূমিস্তত্র পতিতং বীরাণাং ভূষণং গাত্রলগ্নম্ ॥ বি০ ৩৯-৪০ ॥

৩৯-৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **আয়োধনগতং**—যুদ্ধক্ষেত্র, তথায় পতিত বীরদের 'ভূষণং' গাত্রলগ্নভূষণ ॥ বি০ ৩৯-৪০ ॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ এবমিত্যনেন প্রতিবারং ত্রয়োবিংশত্যক্ষৌহিণ্যে জ্ঞেয়াঃ; তাদৃশং যুদ্ধাদিকং বনগমনোদ্যমশ্চ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, তাবতীত্যত্র পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ। তাবত্যঃ ত্রয়োবিংশতিসংখ্যা অক্ষৌহিণ্যে বলং, সৈন্যং, তাভির্বা যুদ্ধসামর্থ্যং যস্য সঃ। কৃষ্ণপালিতৈরিতি পূর্ব্ববদক্ষতত্বাদিকং বোধ্যতে ॥ জী০ ৪১ ॥

অক্ষিণ্বংস্তদ্বলং সর্ব্বং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণতেজসা।
হতেষু স্বেষ্বনীকেষু ত্যক্তোঽগাদরিভির্নৃপঃ ॥ ৪২ ॥

৪২। **অন্বয়** ঃ বৃষ্ণয়ঃ (যাদবা) [এব] কৃষ্ণতেজসা (কৃষ্ণস্য পরাক্রমেণ হেতুনা) তদ্বলং (তস্য জরাসন্ধস্য সৈন্যং) সর্বং অক্ষিণ্বন্ (ক্ষয়ং নিন্যুঃ) [ততঃ] নৃপঃ (জরাসন্ধ স্বেষু স্বকীয়েষু অনীকেষু (সৈন্যেষু) হতেষু [সৎসু] অরিভিঃ পরিত্যক্তঃ নৃপঃ অগাৎ (স্বস্থানং গতবান্)।

৪২। **মূলানুবাদ** ঃ কৃষ্ণতেজ সম্বন্ধেই বর্ধিত তেজা যাদবগণ জরাসন্ধের সৈন্যসমূহ সংহার করল। সৈন্য বিনষ্ট হলে অবহেলায় পরিত্যক্ত জরাসন্ধ স্বগৃহে চলে গেল।

৪১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ এবম্—এরদ্বারা বুঝানো হল যে প্রতিবারই ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য-সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল জরাসন্ধ। —এই প্রথমবারের মতই যুদ্ধাদি হয়েছিল এবং তৎপর জরাসন্ধের বনগমন উদ্যমও দেখা গিয়েছিল। [শ্রীধর—সেই সমস্ত পরাজয়ের পরও অক্ষৌহিণী সৈন্য মজুত যার সেই জরাসন্ধ সপ্তদশাকৃত্বঃ—সপ্তদশবার যুদ্ধ করল।] অথবা, তাবত্যঃ—ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক অক্ষৌহিণী সৈন্য সংযোগে যুদ্ধ সামর্থ্য যার সেই জরাসন্ধ। কৃষ্ণপার্শ্বস্থৈঃ—এইবাক্যে পূর্বের মতোই কৃষ্ণের সৈন্য যে অক্ষতাদি ছিল, তাই বোঝাচ্ছে ॥ জী০ ৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তাবত্যঃ ত্রয়োবিংশতিসংখ্যা অক্ষৌহিণ্যো বলং সৈন্যং যস্য সঃ। পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ ॥ বি০ ৪১ ॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ—ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক 'বলং' সৈন্য যার সেই জরাসন্ধ।—[পুবদ্ভাবাভাব আর্ষ] ॥ বি০ ৪১ ॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ বৃষ্ণয় এব, ন তু পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরামো বা, ন তু তত্র চ সাত্যক্যাদীনাং প্রাধান্যং ক্রমশো জ্ঞেয়ম্। কৃষ্ণতেজঃসেতি বহ্নিনা জ্বালানামিব শ্রীকৃষ্ণেন সমবায় এব তেষাং তেজো বর্দ্ধত ইত্যভিপ্রায়েণৈব, ন তু তদভাবাপেক্ষয়া, 'নৃলোকে চাপ্রতিদ্বন্দ্বা বৃষ্ণীন্ শ্রুত্বা-ত্মসম্মিতান্' ইতি বক্ষ্যমাণাৎ; অতএবারিভির্বৃষ্ণিভিরেব ত্যক্তঃ, শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েণেতি ভাবঃ; কিংবা অরিভির্হতেষু পূর্ব্ববৎ। শ্রীভগবতা ত্যক্তঃ সন্ ॥ জী০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ বৃষ্ণয় যাদবরাই। পূর্বের মত শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরামের পুরি প্রবেশ সাত্যকাদিদের প্রাধান্যেও নয়, ইহা ক্রমশঃ জানা যাবে। কৃষ্ণতেজসা—আগুনের আঁচের মত শ্রীকৃষ্ণের তেজের সম্বন্ধেই ঐ যাদবদের তেজ বর্ধিত হল এই অভিপ্রায়েই 'বৃষ্ণয়' শব্দটির ব্যবহার—তাদের তেজের অভাব অপেক্ষায় হয়নি-৪৪ শ্লোকে বলাও হয়েছে-যাদবগণকে আত্মতুল্য বীর্যবান শ্রবণ করে।' অতএব অরিভিঃত্যক্তঃ—শত্রু যাদবগণের দ্বারা ত্যক্ত হয়ে, (ত্যক্ত হল কৃষ্ণের

অষ্টাদশমসংগ্রামে আগামিনি তদন্তরা
নারদপ্রেষিতো বীরো যবনঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥৪৩॥

রুরোধ মথুরামেত্য তিসৃভির্ম্লেচ্ছকোটিভিঃ।
নৃলোকেচাপ্রতিদ্বন্দ্বো বৃষ্ণীন্ শ্রুত্বাত্মসম্মিতান্ ॥৪৪॥

৪৩ **অন্বয়** ঃ [ততঃ] অষ্টাদশমসংগ্রামে (অষ্টাদশে সংগ্রামে) আগামিনি (ভবিষ্যমানে সতি) তদন্তরা (তন্মধ্যে) নারদপ্রেষিতঃ বীরঃ যবনঃ (কালযবনঃ) প্রত্যদৃশ্যতঃ (সহ সৈবাভিমুখ্যেন মাথুরাণাং দৃষ্টিবিষয়ো বভূব)।

৪৪। **অন্বয়** ঃ নৃলোকে চ (দেবলোকেপীত্যর্থঃ) অপ্রতিদ্বন্দ্বঃ বৃষ্ণীন্ (যাদবান্) আত্মসম্মিতান্ (আত্মতুল্যান্) শ্রুত্বা মথুরাম্ এত্য (আগতৎ) তিসৃভিঃ ম্লেচ্ছকোটিভিঃ (ত্রিকোটিপরিমিত ম্লেচ্ছসৈন্যৈঃ) [তাং পুরীং] রুরোধ (অবরুদ্ধবান্)।

৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর অষ্টাদশবার সংগ্রামের সময় এসে গেলে তন্মধ্যেই নারদকর্তৃক প্রেরিত বীর্য্যবলোন্মত্ত কালযবন সহসাই মথুরাবাসীদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল।

৪৪। **মূলানুবাদ** ঃ নৃলোকে, এমন কি দেবলোকেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কালযবন যাদবদের আত্মতুল্য শুনেই মথুরায় এসে তিন কোটি ম্লেচ্ছসৈন্যে পুরী অবরোধ করল।

এই অভিপ্রায়ে, যথা জরাসন্ধ বেচে থাকলে পুনরায় ভুভারস্বরূপ সৈন্য সমাবেশ করবে)। কিম্বা যাদবদের দ্বারা নিজের সবসৈন্য হত হলে কৃষ্ণের দ্বারাই পূর্ববৎ ত্যক্ত হয়ে। জী০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অক্ষিণ্বন্ ক্ষয়ং নিন্যুঃ ॥৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অক্ষিণ্বন**—বিনাশ সাধন করলেন।

৪৩। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকাঃ** প্রত্যদৃশ্যত সহসৈবাভিমুখ্যেন মাথুরাণাং দৃষ্টিবিষয়ো বভুব, অতিশীঘ্রং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। নারদেন প্রেরিত ইত্যাদৌ বিশেষঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'গার্গ্যং গোষ্ঠে দ্বিজং শ্যালঃ ষণ্ড ইত্যুক্তবান্ দ্বিজ। যদূনাং সন্নিধৌ সর্ব্বে জহসুর্যাদবাস্ততঃ ॥ ততঃ কোপসমাবিষ্টো দক্ষিণাপথমেত্য সঃ। সুতমিচ্ছংস্তপস্তেপে যদুচক্রভয়াবহম্ ॥ আরাধয়ন্ মহাদেবং সোঽয়শ্চূর্ণমভক্ষয়ৎ। দদৌ বরঞ্চ তুষ্টোঽসৌ বর্ষে দ্বাদশমে হরঃ ॥ সভাজয়ামাস চ তং যবনেশোঽপ্যনাত্মজঃ। তদ্যোষিৎসঙ্গমাচ্চাস্য পুত্রোঽভূদলিসংপ্রভঃ ॥ তং কালযবনং নাম রাষ্ট্রে স্বে যবনেশ্বরঃ। অভিষিচ্য বনং যাতো বজ্রাঙ্গকঠিনোরসম্ ॥ স চ বীর্য্যবলোন্মত্তঃ পৃথিব্যাং বলিনো নৃপান্। পপ্রচ্ছ নারদশ্চাসৌ কথয়ামাস যাদবান্ ॥' ইতি। প্রেষিত ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ ॥৪৩

তং দৃষ্ট্বাচিন্তয়ৎ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্।
অহো যদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হ্যুভয়তো মহৎ॥৪৫॥

৪৫। **অন্বয়** ঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্ কৃষ্ণ তং (কালযবনং) দৃষ্ট্বা অচিন্তয়ৎ অহো হি (নিশ্চিতং) উভয়থঃ (কালযবনাৎ জরাসন্ধাচ্চ) যদূনাং মহৎ বৃজিনং (দুঃখং) প্রাপ্তং (সমুপস্থিতং)।

৪৫। **মূলানুবাদ** ঃ কালযবনকে সমাগত দেখিয়া বলদেবের সহিত বিরাজমান কৃষ্ণ চিন্তা করতে লাগলেন, অহো সম্প্রতি কালযবন ও জরাসন্ধ উভয় হতেই যাদবদের মহাদুঃখ উপস্থিত হল।

৪৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ কালযবন প্রত্যদৃশ্যতঃ - সহসাই সম্মুখে এসে দাঁড়ালে মথুরাজনদের দৃষ্টি-বিষয় হল অর্থাৎ অতিশীঘ্র দৃষ্টির গোচর হল। **নারদপ্রেষিতঃ**—নারদের দ্বারা প্রেরিত ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এরূপ আছে—যথা, গর্গমুনির পুত্র গার্গ্যমুনিকে তার শ্যালক যাদবদের সম্মুখে ক্লীব বলে উপহাস করায় যাদবগণ উচ্চহাস্য করেছিল—এতে ঐ গার্গ্যমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে যাদবদের ভয়কারী পুত্র লাভার্থে লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করে তপস্যা করতে লাগলেন মহাদেবকে। সন্তুষ্ট তাঁর বরে ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মহাবলবান একপুত্র লাভ করলেন গার্গ্যমুনি যবনেশ্বর-পত্নীর সহবাস, যার নাম হল কালযবন। যবনেশ্বর সেই বজ্রাগ্রকঠিন বক্ষস্থল বিশিষ্ট পুত্রকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করে বনে গমন করলেন। বীর্যবলোন্মত্ত সেই কালযবন একদিন মহর্ষি নারদের নিকট পৃথিবীস্থ নৃপতিদের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাদবদের কথা জানালেন,—তাই বলা হল নারদ প্রেরিত। জী০ ৪৩।

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বঃ প্রতিযোধরহিতঃ; শ্রুত্বা শ্রীনারদাদেব।।

৪৩-৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নারদপ্রেরিত ইতি বিষ্ণুপুরাণে কথা। যথা,—কদাচিদ্গার্গ্যঃ স্বশ্যালেন শণ্ড ইতি পরিহসিতঃ তং শ্রুত্বা যাদবো বহু জহসুঃ। ততস্তেষাং হাস্যেন বহুকুপিতো গার্গ্যো দক্ষিণাপথং গত্বা যাদবভয়ঙ্করো মে পুত্রো ভবত্বিতি সঙ্কল্প্য অয়শ্চূর্ণং ভুঞ্জানো মহাদেবমারাধ্য দ্বাদশ বর্ষান্তে তস্মাৎ স্বাভীষ্টং বরং প্রাপ্য হৃষ্যন্ স্বগৃহমাগাচ্ছন্নপুত্রকেণ পুত্রার্থং যবনেশ্বরেণ স বৃতস্তদ্ভার্যায়াং কালযবনং পুত্রং জনয়ামাস, স চ কালযবনঃ মহাকালোন্মত্তঃ পৃথিব্যামিদানীং কে বলিনে। নৃপা ইতি নারদং পপ্রচ্ছ; স চযদূন্ প্রাহ। এবং নারদপ্রেষিতো মথুরায়াং দৃষ্টো বভূব ॥৪৩-৪৪॥

৪৩-৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ নারদপ্রেরিত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের কথা, যথা—কদাচিৎ গর্গমুনির পুত্র গার্গ্য নিজ শ্যালকের দ্বারা নপুংসক বলে পরিহাসিত হলে উহা শুনে যাদবগণ বহু হাসাহাসি করতে লাগলেন। অতঃপর তাদের হাসিতে বহুকুপিত গার্গ্য দাক্ষিণাত্যে গিয়ে 'যাদব—ভয়ঙ্কর পুত্র হোক' এরূপ সঙ্কল্প করত লৌহচূর্ণ-ভোজী হয়ে মহাদেবকে আরাধনা করত ১২ বৎসর পরে তাঁর থেকে স্বাভীষ্ট বর পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ত নিজ গৃহে আগত হয়ে অপুত্রক যবনেশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত

যবনোঽয়ং নিরুন্ধেঽস্মানদ্য তাবন্মহাবলঃ।
মাগধোঽপ্যদ্য বা শ্বো বা পরশ্বো বাগমিষ্যতি ॥৪৬॥

আবয়োর্যুধ্যতোরস্য যদ্যাগন্তা জরাসুতঃ।
বন্ধূন্ হনিষ্যত্যথবা নেষ্যতে স্বপুরং বলী ।৪৭॥

৪৬। **অন্বয় ঃ** মহাবলঃ অয়ং যবনঃ অদ্য তাবৎ (সাকল্যে) অস্মান্ নিরুন্ধে (আবৃনোতি) মাগধোঽপি অদ্য বা (আগামিনি দিবসে বা) পরশ্ব (তৎপর দিবসে) বা আগমিষ্যতি।

৪৭। **অন্বয় ঃ** অস্য (অনেন যবনেন সহ) আবয়োঃ যুদ্ধতোঃ (যুদ্ধং কুর্বতোঃ সতোঃ) যদি জরাসুতঃ আগন্তা (আগমিষ্যতি) [তদা] বলী (বলবান্ সঃ জরাসন্ধঃ) বন্ধূন্ হনিষ্যতি অথবা স্বপুরং নেষ তি।

৪৬। **মূলানুবাদ ঃ** মহাবলশালী এই কালযবন আজ আমাদিগকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছে, জরাসন্ধও আজ বা কাল বা পরশু এসে উপস্থিত হবে।

৪৭। **মূলানুবাদ ঃ** সগণ আমরা কালযবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে সেই ফাঁকে যদি জরাসন্ধ এসে যায়, তা হলে যুদ্ধে অলিপ্ত মথুরাপুরীর বৃদ্ধ বালকদিগকে এবং ব্রজস্থ গোপদিগকে সে হত্যা করবে, অথবা তুলে নিয়ে যাবে নিজ-পুরীতে।

হলেন তাঁর ভার্যায় পুত্র জন্মানোর জন্য। যথা সময়ে গার্গ্য কালযবন নামক পুত্র জন্মালেন। সেই মহাবলোন্মত্ত কালযবন নারদকে জিজ্ঞাসা করল, পৃথিবীতে ইদানীং কে কে বলবান নৃপ, এর উত্তরে নারদ যদুদের নাম করলেন,—এইরূপে নারদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সে মথুরায় দৃষ্ট হল। বি০ ৪৩-৪৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সঙ্কর্ষণসহায়বানিতি—মথুরাতো দূরগমনে তস্য সম্মতি-গ্রহণার্থং তেন সহেত্যর্থঃ, মর্ত্যানুবিধত্বাদেবেতি ভাবঃ, অতএবাহ—অহো ইত্যাদি। অহো খেদে, হি নিশ্চিতম্ ॥জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** সঙ্কর্ষণসহায়বান্ ইতি—মথুরা থেকে দূরগমন সম্বন্ধে বলদেবের অভিমত গ্রহণের জন্য তার সহিত মিলিত, মর্তলোকের অনুরূপ ভাবে। অতএব বললেন 'অহো ইত্যাদি'—'অহো খেদে হি—নিশ্চিত জী০ ৪৫॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নিতরাং রুন্ধে আবৃণোতি, যত মহাবলঃ; অত ইত্যতোঽপসর্ত্তুমপি ন শকাত ইতি ভাবঃ ।জী০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** নিরুন্ধে—['নি' নিতরাং + রুন্ধে] সম্পূর্ণ ঘিরে ধরছে, কারণ জরাসন্ধ বহুসৈন্যসমন্বিত—অতএব পরে এই পুরী থেকে বেরিয়ে যেতেও পারব না, এরূপ ভাব। [শ্রীবলদেব নিরুন্ধে আবৃণোতি] ।জী০ ৪৬॥

তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্।
তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে ।৪৮।

৪৮। **অন্বয়** ঃ তস্মাৎ অদ্য দ্বিপদদুর্গমং (মনুষ্যজন দুরাসদং) দুর্গং বিধাস্যামঃ (রচয়িষ্যামঃ) তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় (স্থিরতয়া সুখং স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ) যবনং (কালযবনং) ঘাতয়ামহে (অন্যেন মারয়িষ্যাম) [রুদ্র দত্ত বরপালনার্থম্]।

৪৮। **মূলানুবাদ** ঃ অতএব অদ্যই মানুষের দুর্গমনীয় একটি দুর্গ অতিশয় মজবুত করত নির্মান করব শ্রীবলদেব প্রভৃতিকে নিয়ে। সেই দুর্গে জ্ঞাতিদিগকে সুখপ্রদরূপে বসিয়ে দিয়ে কালযবনকে বধ করাব (অন্যের দ্বারা, রুদ্রদত্ত বরপালনার্থে)

৪৫-৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কৃষ্ণো যাদবস্নেহাবিষ্টত্বাদচিন্তয়ৎ। উভয়তো যবনাৎ জরাসন্ধাচ্চ ॥৪৫-৪৬॥

৪৫-৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কৃষ্ণ যাদবদের প্রতি স্নেহাবিষ্টতা হেতু চিন্তাকুল হলেন। উভয়তঃ— কালযবন থেকে এবং জরাসন্ধ থেকে।বি০ ৪৫-৪৬॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ আবয়োঃ সগণয়োরিতি শেষঃ; বন্ধ্নন্ অযোদ্ধ্নন্ তত্রত্য-বৃদ্ধবালাদীন্, ব্রজস্থগোপাংশ্চ; তেষামবধ্যত্বমনুসন্ধায়াহ—নেষ্যন্ত ইতি।জী০ ৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ— আবয়োঃ— সগণে আমরা দুজন। বন্ধ্নন্— যুদ্ধ করছে না, এরূপ বালক, বৃদ্ধ এবং ব্রজস্থ গোপসকলকে হত্যা করবে। এদের অবধ্যত্বের কথা মনে পড়ায় বললেন নেষ্যন্তে—ধরে নিয়ে যাবে।

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ অদ্যৈব বিধাস্যামঃ, বহুত্বং, বিনয়েন, শ্রীরামাদ্যপেক্ষয়া সম্যক্ স্থিরতয়া, সুখম্ আধায় স্থাপয়িত্বা, ঘাতয়ামহে ইত্যন্যকর্ত্রপেক্ষয়া রুদ্রবরপালনার্থম্। অত্র শ্রীহরিবংশে ত্বিয়মপি ভগবতো হেতূক্তিঃ—'ইয়ঞ্চ মাথুরী ভূমিরল্পা গম্যা পরস্য তু। বৃদ্ধিশ্চৈব পরাস্মাকং বলতো মিত্রতস্তথা॥ কুমারকোট্যো যাশ্চেমাঃ পদাতীনাং গণাশ্চ যে। এষামপীহ বসতাং সম্মর্দ্দমুপলক্ষয়ে॥' ইত্যাদি। অত্রেদং বিমৃশ্যতাম্—যাদবাবাসান্তঃ-পুরীযোগ্য-সমুদ্রান্তঃস্থ দ্বাদশযোজনাত্মক-পরাগম্য-দ্বারকাতো মথুরাভূমেবিস্তীর্ণত্বান্নায়ং কেবল-যাদবানধিকৃত্য শ্রীভগবতঃ পরামর্শঃ, কিন্ত্বয়ং নিগূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—সম্প্রতি যাদব-জ্ঞাতিকৃতয়া তদাদি সাহায্যেন ভূভারহরণায় লীলান্তরমারব্ধাঃ স্মঃ, অতঃ শ্রীগোপানাং স্বস্মিন্নেব নিশ্চিত-মজ্জাতিভাবানাং নিত্যমেব বর্দ্ধমানৈর্যাদবৈর্ভাবিনী সঙ্কীর্ণতা ন যুক্তা দুষ্টোপদ্রবাশঙ্কা চ তেষামপ্যুপস্থিতা, শ্রীমদুদ্ধবদ্বারা মদীয়-তত্রত্য-নিত্যলীলাস্ফোরণেন বিরহদুঃখ-সমাধানপ্রায়ঞ্চ তেষাং কৃতবানস্মি, ততো দুষ্টান্ প্রতি তেষু নির্জৌদাসীন্যব্যঞ্জনায় যাদবানাং গোপালকেন যে চ মর্ত্ত্যানুবিধস্য মম বিদূরদুর্গগমনমেব যুক্তমিতি।জী০ ৪৮॥

ইতি সম্মন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্ ।
অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ ।৪৯।

৪৯। **অন্বয়ঃ** ভগবান্ ইতি (এবম্প্রকারং) সম্মন্ত্র্য (নিশ্চিত্য) অন্তঃ সমুদ্রে (সমুদ্র মধ্যে) দ্বাদশযোজনং (দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণং) দুর্গং [তন্মধ্যে] কৃৎস্নাদ্ভুতং (সর্বাশ্চর্যময়ং) নগরং অচীকরৎ (কারয়ামাস, বিশ্বকর্মণেতি শেষঃ)

৪৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নিশ্চয় করত সমুদ্রের মধ্যে ৪৮ মাইল বিস্তীর্ণ দুর্গ স্থাপন করে তার মধ্যে সর্বাশ্চর্যময় নগর নির্মাণ করালেন বিশ্বকর্মার দ্বারা।

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **অদ্য বিধাস্যামো**—আজই নির্মাণ করব, এখানে একবচনে 'বিধাস্যামি' না বলে বহুবচনে 'বিধাস্যামঃ' বললেন বিনয়ে শ্রীরামাদির অপেক্ষায়। (জ্ঞাতীন্) **সমাধায়**—[সম্+আধায়] সুখপ্রদ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে এসে **যবনং ঘাতয়ামহে**—কাল-যবনকে বধ করাব, এখানে অন্যকর্তার অপেক্ষায় ক্রিয়ার এরূপ প্রয়োগ। রুদ্র বর পালনের জন্য মুচু-কুন্দকে দিয়ে বধ।

এ সম্বন্ধে শ্রীহরিবংশে কিন্তু ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রযোজক উক্তি—এখনই তো মথুরাভূমি অল্পলোকের বাসযোগ্য, পরেতো লোকসংখ্যা আরও বেড়ে যাবে—আমাদের সৈন্যে, বন্ধুবর্গে অসংখ্য বালকে এবং পায়-হাঁটা লোকসমূহে মনে হয় এই সকল বসবাস করার লোকদের ঠেলাঠেলি ভীড় হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে এরূপ চিন্তা করছি—যাদবদের আবাসস্থল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে নগরযোগ্য সমুদ্রের অন্তঃস্থ দ্বাদশযোজনাত্মক শত্রুর অগম্য দ্বারকা থেকে মথুরাভূমির বিস্তীর্ণতা হেতু শ্রীহরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের উপর্যুক্ত কথা কেবল যাদবদের ধরেই নয়। কিন্তু তাঁর কথার নিগূঢ় অভিপ্রায় ইহাই—সম্প্রতি বৃন্দাবনবাসিগণ যাদবদের জ্ঞাতি হওয়া হেতু সেই সব লোকাদির সাহায্যের দ্বারা ভুভার হরণের জন্য অন্য লীলা আরম্ভ হল। অতঃপর নিজ অন্তরেই নিশ্চিত মৎজ্ঞাতি ভাববিশিষ্ট শ্রীগোপেদের নিত্যই লোক সংখ্যায় বেড়ে বেড়ে উঠা যাদবদের সহিত ভবিষ্যতে ঠেলাঠেলি ভীড় হওয়ারই সম্ভাবনা, ইহা যুক্তিযুক্ত নয় উপরন্তু এতে ঐ গোপদের দুষ্ট উপদ্রব আশঙ্কাও উপস্থিত হয়ে গিয়েছে। আর শ্রীউদ্ধব-দ্বারা মদীয় তৎস্থানীয় নিত্যলীলা স্ফোরণের দ্বারা তাঁদের বিরহদুঃখ সমাধানপ্রায় করে দিয়েছি। অতঃ পর এখন দুষ্টের কাছ গোপদের প্রতি নিজ ঔদাসীন্য ব্যঞ্জিত করার জন্য যাদবদের এবং গোপালক রূপে মর্তানুরূপ আমার সুদূর দুর্গ-গমনই যুক্তি যুক্ত। শ্রীহরিবংশের শ্রীভগবৎ-উক্তি ধরে শ্রীসনাতন প্রভুর ব্যাখ্যা, যথা—অতএব বহুযোজন বসতিস্থানের প্রয়োজন পড়ে গিয়েছে। এখানেই নিবাস হলে ব্রজভূমির উপর আবরণ এসে যাবে, তাই সুদূরে শ্রীমথুরা সম্বন্ধযুক্ত কুশস্থলীতে (দ্বারকায়) বসতি

দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্।
রথ্যাচত্বরবীথীর্ভির্যথাবাস্তু বিনির্ম্মিতম্ ॥৫০॥
সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতম্।
হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্‌ভিঃ স্ফটিকাট্টালগোপুরৈঃ ॥৫১॥

রাজতারকুটৈঃ কোষ্ঠৈর্হেমকুম্ভৈরলঙ্কৃতৈঃ।
রত্নকূটৈর্গৃহৈর্হেমৈর্ম্মহামারকতস্থলৈঃ ॥৫২॥

বাস্তোষ্পতীনাঞ্চ গৃহৈর্বলভীভিশ্চ নির্ম্মিতম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহোল্লসৎ ॥৫৩॥

৫০-৫৩। **অন্বয়** ঃ যত্র (নগরে) হি (নিশ্চিতং) ত্বাষ্ট্রং ('ত্বাষ্টা' বিশ্বকর্মা তদীয়ং বিজ্ঞানং (পাণ্ডিত্যং) শিল্পনৈপুম্ (শিল্পকর্মনি নৈপুণ্যং) দৃশ্যতে (সম্যক্ পরিলক্ষ্যতে) তদাহ—রথ্যাচত্বর বীথিভিঃ ('রথ্যা' রাজমার্গাঃ 'চতুরাণি' অঙ্গণানি, 'বীথ্যঃ' উপমার্গাঃ তৈঃ) 'যথাবাস্তু' (বাস্তুগৃহাদি নির্মাণস্থানমনতিক্রম্য) 'বিনির্মিতং' সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতং হেম শৃঙ্গৈঃ (হেমময়শৃঙ্গান্বিতৈঃ) দিবি স্পৃগ্‌ভিঃ (স্পর্শিভিঃ) স্ফটিকাট্টাল—গোপুরৈঃ (স্ফটিকা উপরি ভূমিকা—'গোপুরাণি' পুরদ্বারাণি তৈঃ) রাজতারকুটৈঃ (রাজতঞ্চ আরকুটঞ্চ পীত্তল-লৌহং পিত্তলমিতিযাবৎ তাভ্যাং নির্মিতৈঃ কোষ্ঠৈঃ (অশ্বশালাদিভিশ্চ) নির্মিতং, রত্নকূটৈঃ (পদ্মরাগ বিশিষ্ট শিখরৈঃ) হৈমৈঃ (সুবর্ণনির্মিতৈঃ) মহামারকতস্থলৈঃ (মহামরকতময়ানি স্থলানি যেষু তৈঃ) গৃহৈঃ, চ (কিঞ্চ) বাস্তোষ্পতীনাং (দেবানাং) গৃহৈঃ, বলভীভিশ্চ (চন্দ্রশালিকাভিশ্চ) নির্মিতং, চাতুর্বর্ণজনাকীর্ণং যদুদেব গৃহোল্লসৎ ('যদুদেব' শ্রীকৃষ্ণ তস্য গৃহৈঃ উল্লসৎ (শোভমানং) ।৫০-৫৩॥

৫০-৫৩। **মূলানুবাদ** ঃ ঐ নগরে বিশ্বকর্মার পাণ্ডিত্য ও শিল্পকর্মে নৈপুণ্য সম্যক্‌প্রকারে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ঐ নগরে সংযোজিত রাস্তা-গৃহ-উদ্যানাদি ও তার নির্মাণ পদ্ধতি নিম্নে বিবৃত হচ্ছে, যথা—বাস্তুগৃহাদি নির্মাণ স্থান অতিক্রম না করে সুনির্মিত রাজপথ, গলি, অঙ্গন, কল্পবৃক্ষ ও লতামণ্ডিত উদ্যান, বিচিত্র উপবন, সুবর্ণময় চূড়াবিশিষ্ট অতিউচ্চ স্ফটিক নির্মিত অট্টালিকা ও পুরদ্বার। রুপা—পিতল-লোহা দ্বারা নির্মিত অশ্বশালাদি সুবর্ণকুম্ভে অলঙ্কৃত এবং পদ্মরাগমনিময় শিখরবিশিষ্ট, সুবর্ণ নির্মিত মহামরকতময় স্থানসমূহে অলঙ্কৃত গৃহ, চন্দ্রশালিকা সংযুক্ত দেবতা দর গৃহ এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ জনাকীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের শোভাজ্জ্বল গৃহ। ৫০-৫৩॥

স্থাপন করাই ঠিক. (শ্রীহরিবংশে বিষ্ণু পু০ ৩৮অ০ উগ্রসেনের মন্ত্রী বিবুদ্র-উক্ত প্রমাণে।) এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হল।] জী০ ৪৮ ॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অস্য অনেন ॥ ৭-৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ অস্য—'অনেন' এর সহিত (যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই) ৪৭-৪৮॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সমুদ্রমধ্যে দুর্গং দ্বাদশযোজনমিতি। 'অষ্টভির্যবমধ্যৈঃ স্যাদঙ্গুলং দ্বাদশাঙ্গুলম্। তালং ত্রিতালকো হস্তো হস্তৌ দ্বৌ কিষ্কুরুচ্যতে। কিষ্কুদ্বয়ং ধনুঃ প্রোক্তং ধনুষো দ্বিসহস্রকম্। ক্রোশঃ ক্রোশৌ তু গব্যূতির্গব্যূতী দ্বে তু যোজনমিতি তন্মধ্যে নগরম্॥ বি০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অন্তঃসমুদ্রে**—সমুদ্রমধ্যে (দ্বাদশ যোজন দুর্গ)। যোজন—আটটি যব মধ্য-আঙ্গুল, বার আঙ্গুলে তাল, তিন তালে এক হস্ত, দু হাতে কিষ্কু॥ দু কিষ্কুতে ধনু, দ্বিসহস্র ধনুতে ক্রোশ, দুক্রোশে ১ যোজন—তন্মধ্যে নগর॥বি০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** সমুদ্রস্যান্তর্দ্বাদশ-যোজনং, বহিশ্চাষ্টাদশযোজনমত্র জ্ঞেয়ম্; এবং ত্রিংশদ্যোজনং শ্রীদ্বারকাপুরং খ্যাতম্। যোজনঞ্চোক্তম্—'অষ্টভির্যবমধ্যৈ স্যাদঙ্গুলং দ্বাদশাঙ্গুলম্। তালং ত্রিতালকো হস্তো হস্তৌ দ্বৌ কিষ্কুরুচ্যতে॥ কিষ্কুদ্বয়ং ধনুঃ প্রোক্তং ধনুষো দ্বি-সহস্রকম্। ক্রোশঃ ক্রোশৌ তু গব্যূতির্গব্যূতী দ্বে তু যোজনম্॥' ইতি। অচীকরদ্বিশ্বকর্ম্মণা কারিতবান্; কৃৎস্নাদ্ভুতমিতি কৃৎস্নমপি বস্ত্বদ্ভুতং যত্র॥জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** সমুদ্রের ভিতরে ১২ যোজন অর্থাৎ ২৪ ক্রোশ অর্থাৎ ৪৮ মাইল আর বাইরে অর্থাৎ তটদেশে ১৮ যোজন অর্থাৎ ৭২ মাইল। —এইরূপ ৩০ যোজন বলে শ্রীদ্বারকাপুর খ্যাত আছে। —যোজন কাকে বলে, তা এইরূপে উক্ত হয়েছে, যথা আটটি যব মধ্য-আঙ্গুল, বার আঙ্গুলে তাল, তিন তালে একহস্ত, দুহাতে কিষ্কু। দু কিষ্কুতে ধনু, দ্বিসহস্র ধনুতে ক্রোশ, দু ক্রোশে ১ যোজন।

অচীকরৎ—বিশ্বকর্মার দ্বারা এই নগরী করানো হল। যথায় কৃৎস্নাদ্ভুতম্—সর্ব বস্তুই আশ্চর্যময়॥ [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—অচীকরৎ—আবির্ভাব করালেন।] জী০ ৪৯॥

৫০-৫৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** কৃৎস্নাদ্ভুতত্বমেব দর্শয়তি—দৃশ্যত ইতি চতুষ্কেণ। হি এব, যত্রৈব বিজ্ঞানং শিল্পধীঃ শিল্পাভিজ্ঞতেত্যর্থঃ; শিল্পনৈপুণ্যং হস্তক্রীড়াকৌশলঞ্চ দৃশ্যতে, পরাকাষ্ঠাপন্নতয়া বিভাব্যতে; তদানীং ভগবৎপ্রসাদেন পরমশক্তিলাভাদিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র তন্মধ্যে, কোষ্ঠা ইত্যাদিকং বক্ষ্যমাণ-শ্লোকোক্তানাং সংস্থানং জ্ঞেয়ম্। উদ্যানোপবনয়োঃ পুষ্প-ফল-প্রধানত্বেন ভেদঃ। অরকুটৈরিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্। চাতুর্বর্ণ্যং চত্বারো বর্ণাঃ, যদুদেবা যাদবশ্রেষ্ঠাঃ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব বসুদেবোগ্রসেনাঃ। অত্রেদং বাসস্থানং জ্ঞেয়ম্—পরিতস্তাবৎ সমুদ্রঃ, পুরতঃ সংক্রমার্থমালিঃ, সমুদ্রাভ্যন্তরে তীরে সুখবিহারার্থং পরিতশ্চত্বরাণি, তদন্তর্দুর্গপ্রাচীরালিঃ, তৎকোণেষু তন্মধ্যেষু চ যথাশোভং রত্নকূটাঃ, তদুপরি হেমশৃঙ্গাঃ, তদুপরি হেমকুম্ভাঃ পতাকাশ্চ জ্ঞেয়াঃ; দুর্গচতুর্দ্দিক্ষু গোপুরাণি, বহিরবলোকায় তদুপরি স্বচ্ছস্ফটিকভিত্তিময়াট্টালিকাঃ, দুর্গান্তঃ পুরশ্চত্বরাণি; তদন্তর্দ্যানোপবনানি, তদুপলক্ষিতানি

বাপীকূপাদীনি চ, তদন্তর্বাস্তোষ্পতিগৃহাঃ, তদন্তর্যথাভ্যন্তরমশ্বাদ্যগৃহাদয়ঃ কোষ্ঠাঃ, তদন্তঃপুরভাগে ব্রাহ্মণ-গৃহাঃ, পশ্চাৎ শূদ্রগৃহাঃ, বামে বৈশ্যগৃহাঃ, দক্ষিণে ক্ষত্রিয়গৃহাঃ, মধ্যে সুধর্ম্মামগ্রে বিধায় শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব-বসুদেবোগ্রসেনগৃহাঃ গৃহাণামধো মরকতস্থলী, উপরি বলভ্যো হেমকুম্ভাদয়শ্চযথাশোভং, সুধর্ম্মামারভ্য রথ্যা বীথয়ঃ, তদুপমার্গাশ্চ তত ইতি ॥জী০ ৫০-৫৩॥

৫০-৫৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** সর্বাশ্চর্যময়ত্বাই দেখান হচ্ছে—দৃশ্যত ইতি চারটি শ্লোকে। **যত্রহি**—('হি' এব) যেখানে বহুলরূপে। **বিজ্ঞানং** —শিল্প-অভিজ্ঞ বিশ্বকর্মার শিল্প-**বৈপুণম্**—হস্তক্রিয়াকৌশল **দৃশ্যতে**—পরাকাষ্ঠাপন্নরূপে অনুভূত হচ্ছে, তদানীং ভগবৎপ্রসাদে বিশ্ব-কর্মার পরমশক্তিলাভ হেতু, এরূপ ভাব। [শ্রীধর—ত্বষ্টা—বিশ্বকর্মা, তদীয় শিল্পবৈপুণম্—ক্রিয়া-কৌশল। উহাই বলা হচ্ছে ৩২ শ্লোকে রথ্যেতি।

রথ্যা—অগ্রে রাজপথসমূহ, **বীথ্যা**—'উপপথ' পশ্চিমদিক থেকে গলি পথ, **চত্বর**—এই সব পথের মিলন স্থানে আঙ্গিনাসমূহ, তন্মধ্যে কোষ্ঠা অর্থাৎ মহল, তন্মধ্যেও সুবর্ণগৃহসমূহ, তার উপর স্ফটিক অট্টালিকা, তার উপরে স্বর্ণকুম্ভ—এইরূপে বহু ভূমিক। এইরূপই আরও রয়েছে বাস্তুগৃহাদি নির্মাণ স্থান সমূহ।]

শ্রীধর টীকার 'তত্র' তন্মধ্যে 'কোষ্ঠা' ইত্যাদি বক্ষ্যমান শ্লোকোক্ত মহলাদির সন্নিবেশ বুঝতে হবে। উদ্যান ও উপবনের মধ্যে ভেদ পুষ্প-ফল প্রাধান্যের দ্বারা। **আরকূটঃ**—পিত্তল নির্মিত গৃহ। **চাতুর্বর্ণ্যং**—চারবর্ণ, যথা **মদুদেবা** যাদবশ্রেষ্ঠগণ, যথা শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব বসুদেব-উগ্রসেন।

[অত্রেদং] এখানে বাসস্থানের সন্নিবেশ এরূপ বুঝতে হবে, যথা—সমুদ্রের মধ্যে দু'দশ যোজন এবং সমুদ্রের বাইরে ত্রিশযোজন পরিমিত স্থান দ্বারকাভূমি। চতুর্দিকে তাবৎ সমুদ্র। সম্মুখে চলা-ফিরা করার জন্য পথ। সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ তীরে সুখবিহারের জন্য চতুরসমূহ, তার প্রান্তে দুর্গের প্রাচীর শ্রেণী, এর কোণে ও মধ্যে শোভার যাতে হানি না হয় সেইরূপে সন্নিবেশিত **রত্নকূটাঃ**—'কটাঃ' রত্নঅট্টালিকা নিবহ, তদুপরি স্বর্ণকলস ও পতাকাশ্রেণী, একপ বুঝতে হবে। **গোপুরৈঃ**—দুর্গের চতুর্দিকে পুরদ্বার। বহির্দেশে নজর রাখার জন্য এই দ্বারের উপরে স্বচ্ছ স্ফটিক ভিত্তিময় অট্টা-লিকা। দুর্গান্তে পুরচত্বরশ্রেণী, তদন্তে উদ্যান ও উপবনশ্রেণী, এর দ্বারা অনুমান বিষয়ীভূত দীর্ঘী ও কূপাদিসমূহ। এই উদ্যানাদির ভিতরে ইন্দ্রের গৃহ সমূহ। আরও এই উদ্যানের ভিতরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত পাকের ঘর এবং অশ্বশালা প্রভৃতি ঘর। এই উদ্যানের ভিতরে সম্মুখে ব্রাহ্মণদের গৃহ-সকল, পিছনে শূদ্রদের গৃহ সকল, বামে বৈশ্য গৃহসকল, দক্ষিণে ক্ষত্রিয় গৃহসকল। মধ্যে দেবসভা রেখে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব-বসুদেব-উগ্রসেনের গৃহনিবহ। এই গৃহ সমুদায়ের অধোদেশে মরকতস্থলী, উপরী গৃহচূড়ায় যথাশোভ স্বর্ণকলসাদি—এবং দেবসভা থেকেই রাজপথ ও গলিপথ সকল বেরহয়েছে।

॥জী০ ৫০-৫৩॥

সুধর্ম্মাং পারিজাতঞ্চ মহেন্দ্রঃ প্রাহিণোদ্ধরেঃ।
যত্র চাবস্থিতো মর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে ॥৫৪॥

শ্যামৈককর্ণান্ বরুণো হয়ান্ শুক্লান্ মনোজবান্।
অষ্টৌনিধিপতিঃ কোশান্লোকপালো নিজোদয়ান্ ॥৫৫॥

৫৪ ৫৫। **অন্বয়** ঃ মহেন্দ্র (ইন্দ্রঃ) সুধর্ম্মাং (তন্নামীং দেবসভাং) পারিজাতং চ হরেঃ প্রাহিণোৎ (শ্রীকৃষ্ণায় প্রস্থাপয়ামাস) যত্র (যস্মিন্ পুরে) অবস্থিতঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) মর্ত্ত্যধর্ম্মৈঃ [ক্ষুৎপিপাসাদি ষড়ূর্মিভিঃ] ন যুজ্যতে (ন আক্রম্যতে ইত্যর্থঃ)

বরুণঃ (জলাধিপতিঃ) শ্যামৈককর্ণান্ (শ্যামবর্ণঃ এককর্ণঃ যেষাং তান্) শুক্লান্ (শুক্লাবর্ণান্) মনোজবান্ (অতি বেগবান্) হয়ান্ অশ্বান্ [তথা] নিধিপতিঃ (কুবেরঃ) অষ্টৌ কোশান্ ('পদ্মশ্চৈব' ইতি নিধয়োঽষ্টৌ) তথা] লোকপালঃ নিজোদয়ান্ (নিজবিভূতিঃ) [হরেঃ প্রাহিণোৎ ইত্যন্বয়ঃ]।

৫৪-৫৫। **মূলানুবাদ** ঃ যে পুরিতে অবস্থিত প্রাণীসকল ক্ষুৎপিপাসাদি ছয়টি বেগে কাতর হয়না তথায় কৃষ্ণকে ইন্দ্র সুধর্মা নামক দেবসভা এবং পারিজাত উপহার স্বরূপে প্রেরণ করলেন। বরুণদেব প্রেরণ করলেন অতি বেগবানসাদা ঘোড়াসমূহ যাদের কাল রং এর একটি করে কর্ণ। কুবের পদ্মপ্রভৃতি অষ্টনিধি। আর লোকপালগণ নিজ নিজ বিভূতি।

৫০-৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং বিশ্বকর্ম্মণঃ পাণ্ডিত্যা শিল্পে শিল্পকর্ম্মণি নৈপুণ্যং যতস্তং। নগরং বিশিনষ্টি,—সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। রথ্যা রাজমার্গাঃ। চত্বরাণ্যঙ্গণানি। বীথ্যা উপমার্গাঃ বাস্তুগৃহাদি নির্মাণস্থানং তমনতিক্রম্য নির্ম্মিতম্। রাজতঞ্চ আরকূটং পীতং লোহঞ্চ তাভ্যাং নির্ম্মিতৈঃ রত্নকূটৈঃ পদ্মরাগাদিশিখরৈঃ। বাস্তোষ্পতীনাং দেবানাং বলভীভিশ্চন্দ্রশালাভিঃ যদুদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য গৃহৈরুৎকর্ষেণ লসৎ ॥বি০ ৫০-৫৩॥

৫০-৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং—বিশ্বকর্মার পাণ্ডিত্য, **শিল্পনৈপুণ্যম্** শিল্পে নিপুণতা যথায়, সেই নগরের কথা বিশেষভাবে বলা হচ্ছে—'রথ্যাচত্বর' ইত্যাদি ৩½ শ্লোকে। **রথ্যা**—রাজপথ সকল। **চত্বর**—অঙ্গনসমূহ **বীথ্যা**—উপপথ সমূহ, **যথাবাস্তু বিনির্ম্মিতং**—'বাস্তুনি' গৃহাদি নির্মানস্থান সমূহ উহার চৌহুদ্দি অতিক্রম না করে নির্মিত। **রাজত**—রূপা, **আরকূট**-পীতল ও লোহা, এদের দ্বারা নির্মিত, **রত্নকূটৈঃ**—পদ্মরাগাদিশিখর মণ্ডিত গৃহসকল। **বাস্তোষ্পতীনাং**—দেবতাদের গৃহের দ্বারা ও **বলভীভিঃ**—চন্দ্রশালার দ্বারা ঐ নগর সুশোভিত। **যদুদেবগৃহোল্লসৎ**—যদুদের কৃষ্ণের গৃহের দ্বারা উৎকর্ষের সহিত দীপ্ত হচ্ছিল ঐ নগর।বি০ ৫০-৫৩॥

৫৪-৫৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** সুধর্ম্মামিতি যুগ্মকম্। পারিজাতং প্রাহিণোদিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্।

যদ্ যদ্ভগবতা দত্তমাধিপত্যং স্বসিদ্ধয়ে।
সর্ব্বং প্রত্যর্পয়ামাসুর্হরৌ ভূমিগতে নৃপ! ॥ ৫৬॥

৫৬। **অন্বয়ঃ** নৃপ (হে রাজন্) [অন্যে চ সিদ্ধাদয়ঃ] ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) স্বসিদ্ধয়ে (স্বাধিকার সিদ্ধয়ে) [পুরা] যৎ যৎ আধিপত্যং দত্তম্ [আসীৎ] হরৌ (শ্রীকৃষ্ণে) ভূমিগতে (ভূতলং অবতীর্ণে সতি) সর্বং (তৎ সর্বং আধিপত্যং) প্রত্যর্পয়ামাসু (শ্রীকৃষ্ণায় প্রত্যর্পিতবন্তঃ)।

৫৬। **মূলানুবাদঃ** [শ্রীশুক উক্তি] হে রাজা পরীক্ষিৎ! অন্যান্য সিদ্ধগণকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাদের নিজ নিজ অধিকার সিদ্ধির জন্য পূর্বে যে যে আধিপত্য দেওয়া হয়েছিল, সে সকল আধিপত্য তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যার্পণ করলেন, তিনি এই ধরাতলে অবতীর্ণ হলেন।

তত্র প্রস্থাপনং নাম পরিত্যাগ এব জ্ঞেয়ঃ; যদ্বা, অগ্রে স্বয়ং শ্রীভগবতা স্বর্গাদানীয় পারিজাতাদস্য ন্যূনত্বেন ভেদঃ কল্প্যঃ, 'সুরদ্রুমলতোদ্যান' (শ্রীভা ১০।৫০।৫১) ইতি বর্ণিতত্বাৎ। সুধর্ম্মায়াস্ত্বেকত্বেন নান্যা গতিরিতীন্দ্রস্তথা নাকরোদিতি জ্ঞেয়ম্; হরের্হরয়েঽন্যথা বলাৎ স্বয়মেব হরেদিতি বিভাব্যৈবেতি ভাবঃ। লোকপালা অন্যেঽপি ॥ ॥জী০৫৪-৫৫

৫৪ ৫৫। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ সুধর্মামিতি দুটি শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। পারিজাতং প্রাহিনোদিতি—এর ব্যাখ্যা শ্রীধর করলেন—'প্রস্থাপয়ামাস' অর্থাৎ প্রেরণ করলেন—অর্থটি শুক পরীক্ষিৎ সংবাদ থেকে পাওয়া যায়, এ অতীত ঘটনা হেতু ভূত নির্দেশ।

শ্রীধর টীকায় 'প্রস্থাপনং' শব্দটি পরিত্যাগ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা, পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আনীত পারিজাত থেকে এর ন্যূনতার দ্বারা ভেদ কল্পনা যোগ্য,—'সুরদ্রুমলতোদ্যান' (শ্রীভা০ ১০।৫০।৫১) অর্থাৎ দ্বারকানগরে শোভাপাচ্ছিল সুরুতরু—লতা সমূহ এরূপ বর্ণিত যাহা হেতু।

সুধর্মার কিন্তু একা হয়ে যাওয়ায় অন্য গতি নেই, তাই যে ইন্দ্র সুধর্মাকে দিয়ে দিলেন তা নয়, এরূপ বুঝতে হবে। 'হরে' শব্দ প্রয়োগে বুঝানো হল, না দিলে কৃষ্ণ নিজেই কেড়ে নিতেন, এরূপ মনে করেই দিলেন, এরূপ ভাব। লোকপাল—অন্য লোকপালেরা, নিজ নিজ বিভূতি কৃষ্ণকে দিলেন ॥জী০ ৫৪ ৫৫॥

৫৪-৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ পারিজাতঞ্চ প্রাহিণোদিতি শুকপরীক্ষিতসম্বাদাৎ পূর্ব্বভূতত্বাদ্ভূত নির্দ্দেশঃ।

নিধিপতিঃ কুবেরঃ। কোষান্ নিধীন্,—'পদ্মশ্চৈব মহাপদ্মো মৎস্যঃ কূর্ম্মস্তথোদকঃ। নীলো মুকুন্দঃ শঙ্খশ্চ নিধয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা' ইতি। নিজোদয়ান্ স্বীয়সম্পত্তীঃ ॥বি০ ৫৪-৫৫॥

৫৪-৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সুধর্মাং—দেবসভা পারিজাত প্রাহিণোৎ—এই বাক্যটিতে

তত্র যোগপ্রভাবেণ নীত্বা সর্ব্বজনং হরিঃ।
প্রজাপালেন রামেণ কৃষ্ণঃ সমনুমন্ত্রিতঃ।
নির্জ্জগাম পুরদ্বারাৎ পদ্মমালী নিরায়ুধঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দুর্গনিবেশনং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫০॥

৫৭। অন্বয় ঃ হরিঃ (ভক্তদুঃখহরঃ) কৃষ্ণ যোগপ্রভাবেণ (অচিন্ত্যৈশ্বর্যপ্রভাবেণ) তত্র (দ্বারকায়াং) সর্ব্বজনং নীত্বা [মথুরাং এত্যেতিশেষ] প্রজাপালেন রামেণ (বলদেবেন সহ) সমনুমন্ত্রিতঃ (আর্য্য ত্বমত্র স্থিত্বা প্রজাঃ তত্তু দ্বারকানীতপ্রজাভ্যোঃ অবশিষ্টা ইতি জ্ঞেয়ং) পালয়, অহং কালযবনং মুচুকুন্দেন ঘাতয়িষ্যামীতি কৃতানুমন্ত্রঃ। পদ্মমালী নিরায়ুধঃ পুরদ্বারাৎ নির্জ্জগাম ॥

৫৭। মূলানুবাদ ঃ ভক্তদুঃখহারী শ্রীভগবান্ তাঁর অচিন্ত্য ঐশ্বর্য-প্রভাবে রাত্রিতে ঘুমে মগ্ন সর্বজনকে (মথুরায় অবশিষ্ট কিছু রেখে) সহসা ঊর্দ্ধে উঠিয়ে নিয়ে দ্বারকায় স্থাপন করত প্রজাপালক রামের সহিত মন্ত্রনা করলেন; যথা—আর্য, আপনি মথুরায় থেকে প্রজাপালন করুন, আমি কাল মুচুকুন্দের দ্বারা কালযবনকে বধ করাব। —এই বলে পদ্মমালী নিরস্ত্র কৃষ্ণ পুরদ্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভূত নির্দেশ হয়েছে, কারণ অতীতকালের ঘটনা যা শুক পরীক্ষিত সম্বাদে বর্ণিত।

নিধিপতিঃ—কুবের কোশাগার—নিধি, যথা পদ্ম-মহাপদ্ম-মৎস-কূর্ম-উদক-নীল-মুকুন্দ-শঙ্খ।

নিজোদয়ান্...(লোকপাল দিলেন) নিজ নিজ বিভূতি ॥বি০ ৫৪, ৫৫॥

৫৬। শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকাঃ হরৌ ক্রীড়ার্থং নিজাশেষবিভূতি-সমাহরণকৌতুকিনি ভগবতি, যতঃ ভূমিগতে তাদৃশ-বিনোদার্থমেব পৃথিব্যামবতীর্ণে, এবং পরমকৌতুকেন সম্বোধনং নৃপেতি। শ্রীদ্বারকানির্ম্মাণাদি-বিস্তারঃ শ্রীহরিবংশে দৃশ্যঃ ॥জী০ ৫৬॥

৫৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ হরৌ—ক্রীড়ার্থে নিজ অশেষ বিভূতি সম্যক্‌রূপে আহরণ কৌতুকী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিগতে—তাদৃশ বিনোদার্থেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে—এইরূপ পরমকৌতুক শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করলেন 'নৃপ' বলে ।জী০ ৫৬॥

৫৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ যোগোঽচিন্ত্যৈশ্বর্যং, তস্য প্রভাবেণ মহাত্ম্যেন; তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'সুষুপ্তানথুরায়াস্তু পৌরাংস্তত্র জনার্দ্দনঃ। উদ্ধৃত্য সহসা রাত্রৌ দ্বারকায়াং ন্যবেশয়ৎ ॥ প্রবুদ্ধাস্তে জনাঃ সর্ব্বে পুত্রদারসমন্বিতাঃ। হেমহর্ম্ম্যতলে স্থিত্বা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥' ইতি। হরিরিতি তথানয়নাৎ; 'ত্বমত্র স্থিত্বা প্রজাঃ পালয়' ইতি তৈর্যদ্ব্যাখ্যাতং, তত্তু দ্বারকানীত-

প্রজাভ্যোঽবশিষ্টবহিরঙ্গ-প্রজাগতমেব জ্ঞেয়ং, নিজপার্শ্বরক্ষিতসৈন্যগতমেব বা; যদ্বা, অস্য যাদবৈরবধ্যত্বান্মাশঙ্কাং কৃথাঃ, ত্বমত্র স্থিত্বা পুরং পালয়, অহন্তু মুচুকুন্দেন এনং ঘাতয়িষ্যামি'—ইত্যেব মন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ। রামেণ সহ সম্যগনুরূপশ্চ মন্ত্রঃ। 'সমনুসংজাতঃ' ইতি তারকাদিত্বাদিতচ্। অত্র 'সর্ব্বজনং হরিঃ' ইতি পাঠে স্বান্, 'ভগবান্ হরিঃ' ইতি ক্বচিৎ, 'মথুরাম্বেভ্য' ইতি পাঠে প্রজাপালনেতি ক্বচিৎ। পূর্ব্বত্র দ্বারকানির্ম্মাণার্থং তত্র গমনং, যোগপ্রভাবেণৈব বা জ্ঞেয়ম্। পদ্মমালীতি শ্রীনারদোক্ত লক্ষণাপেক্ষয়া; নিরায়ুধ ইতি পলায়নমননার্থম্ ॥জী০ ৫৭॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশম-টিপ্পন্যাং পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

৫৭। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ যোগপ্রভাবেণ 'যোগ' অচিন্ত্যঐশ্বর্য, তার 'প্রভাবেণ' মাহাত্ম্যে। পাদ্মোত্তরখণ্ডেও এরূপই আছে, যথা—'রাত্রিতে মথুরার লোকজন যখন অঘোর ঘুমে মগ্ন, তখন জনার্দন সহসা তাঁদের উর্দ্ধে উঠিয়ে নিয়ে দ্বারকায় সংস্থাপিত করলেন। জেগে উঠে তাঁরা সকলে দেখলেন তারা শুয়ে আছেন স্ত্রী পুত্র সমন্বিত হয়ে হেমহর্মতলে। তারা পরমবিস্ময় প্রাপ্ত হলেন।' হরিঃ—'হরি' অর্থাৎ সম্মোহনের ভাবে আনায়ন হেতু 'হরি' শব্দ ব্যবহৃত হল। [শ্রীধর—'হে ভাই বলরাম তুমি এই দ্বারকায় থেকে প্রজাপালন কর, আমি কালযবন বধ করব,' এই টীকায় প্রজা বলতে কিন্তু প্রজার অবশিষ্ট অংশ যা দ্বারকায় আনবার পর বাইরে পড়ে থাকল তাদের কথাই বলা হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে। অথবা বলদেবের নিজপার্শ্বগত সৈন্যের কথাই বলা হয়েছে।]

অথবা, এইকালযবন যাদবদের দ্বারা অবধ্য, এ কারণে শঙ্কা কর না। মুচুকুন্দের দ্বারা একে বধ করাব।' —মন্ত্রণা এরূপই করলেন কৃষ্ণ। সমনুমন্ত্রিতঃ—এবং বলরামের সহিতও সম্পূর্ণ অনুরূপ ভাবেই পরামর্শ হল। 'সর্বজনং হরিঃ' স্থানে কোথাও পাঠ 'স্বান্ ভগবান্ হরিঃ', 'মথুরাম্বেভ্য' ইতি পাঠে 'প্রজাপালন' ইতি কোথাও দেখা যায়। পূর্ববর্ণিত দ্বারকা নির্মাণের জন্য তথায় গমন যোগপ্রভাবেই হয়েছিল, এরূপ বুঝতে হবে। 'পদ্মমালী' শ্রীনারদ উক্ত লক্ষণ অপেক্ষায়। 'নিরায়ুধ' ইতি নিরস্ত্র হয়ে যে চললেন, তা কালযবনকে তাঁর পলায়ণপরতা বুঝাবার জন্য ।জী০ ৫৭॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যোগো যোগমায়া তৎপ্রভাবেন তৎ প্রকারঃ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে যথা,—"সুষুপ্তান্মথুরায়ান্ত পৌরাংস্তত্র জনার্দ্দনঃ। উদ্ধৃত্য সহসা রাত্রৌ দ্বারকায়াং ন্যবেশয়ৎ ॥ প্রবুদ্ধাস্তে জনাঃ সর্ব্বে পুত্রদার সমন্বিতাঃ। হৈম হর্ম্ম্যতলে বিষ্টা বিস্ময়ং পরমং যযু"রিতি। রামেণ সহ সমনুমন্ত্রিতঃ। ত্বমত্রৈব মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ অহমনয়া যুক্ত্যা ইমং ঘাতয়িষ্য ইতি কৃতমন্ত্রণ ইত্যর্থঃ॥ বি০৫৭॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যোগঃ প্রভাবেণ-যোগমায়ার সেই প্রভাবে, যা পাদ্মোত্তরখণ্ডে বর্ণিত দেখা যায়, যথা "পুরবাসিগণ মথুরায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন জনার্দনং তাদিগে সহসা

উপরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে দ্বারকায় সংস্থাপিত করলেন। জেগে উঠে তারা সকলে দেখলেন, তারা শুয়ে আছেন স্ত্রী পুত্র সমন্বিত হয়ে হেম হর্মতলে। এতে তারা পরমবিস্ময় প্রাপ্ত হলেন।" **রামেণ সমনুমন্ত্রিতঃ**—বলরামের সহিত পরামর্শ করলেন—তুমি এখানেই মুহূর্তকাল থাক আমি ঐ কালযবনের সম্মুখীন হয়ে উহাকে কারও দ্বারা বধ করাব বি০ ৫৭॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে
পঞ্চাশঃ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।